সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

মার্চ ২০১৯ সংখ্যা

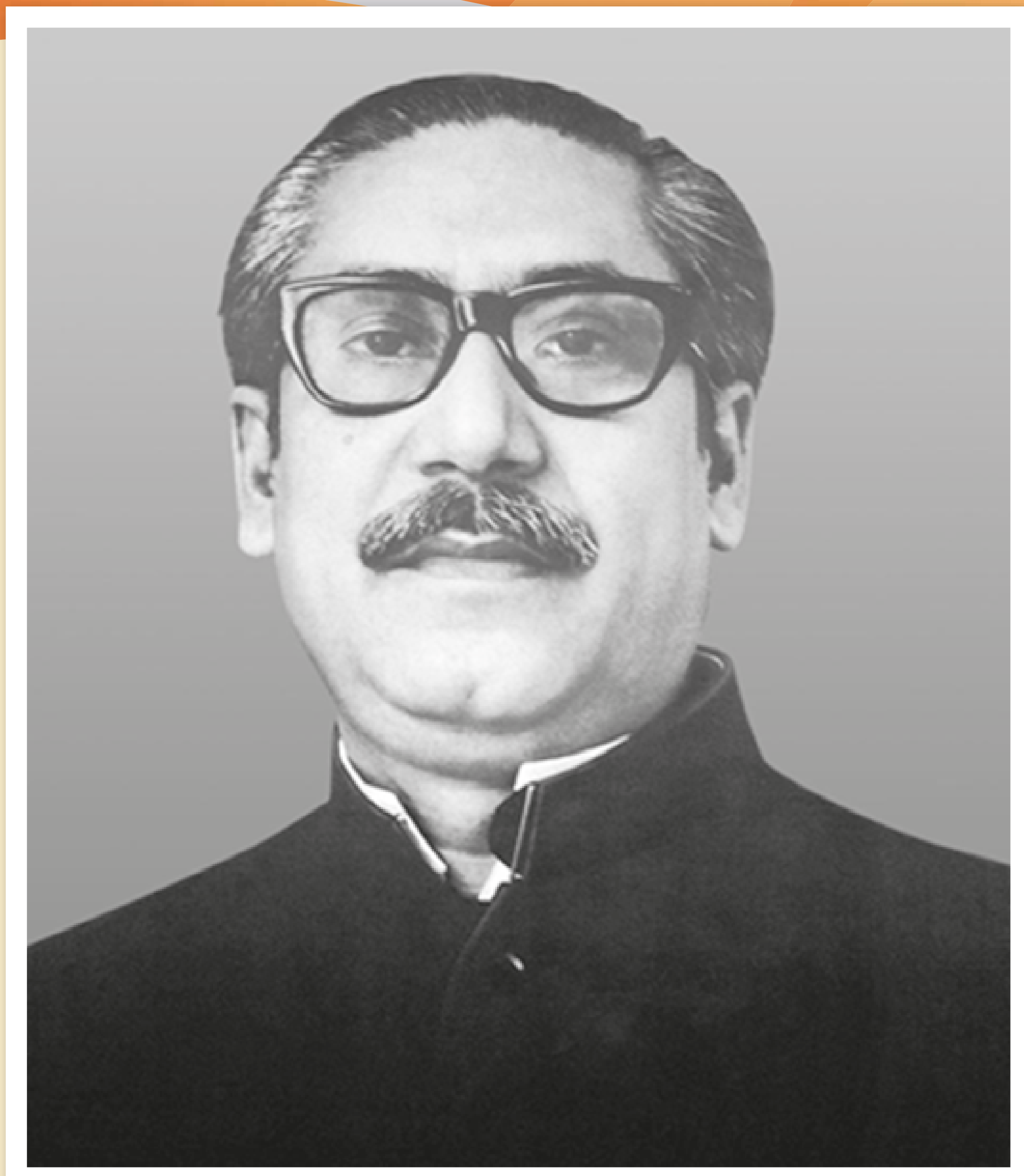

'আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।'

–জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমরা প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা দিতে চাই। এজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তির দিক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষ যেন বলতে পারে, 'আমার গ্রাম, আমার শহর'।

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লব, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়ন, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার প্রতিটি গ্রামকে শহরে উন্নীত করার 'আমার গ্রাম, আমার শহর' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন - আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা।

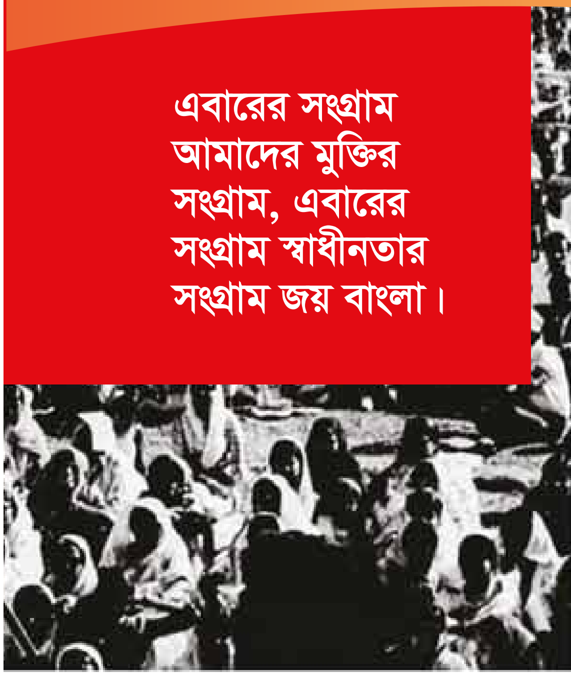

দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা। এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবী মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাঁচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেইজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে- শুধু... সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু - আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমাদের রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দুমুসলমান, বাঙালী-ননবাঙালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

মার্চ ২০১৯

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
মোঃ আব্দুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আসাদুজ্জামান
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
অঞ্জন কুমার সরকার
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহ্‌মেদ
উপনিবন্ধক (ইপি)

মোঃ কামরুজ্জামান
উপনিবন্ধক (পিপি)

মোহাম্মদ ইমরান হাবীব
সহকারী নিবন্ধক (পিপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে
সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা
থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯১৪০৮৭৭, ৮১২৯৬৫৪,
৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
e-mail : coop_bangladesh@yahoo.com
website : www.coop.gov.bd
ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে যেসব নির্দেশনা প্রদান করেন	৭
বঙ্গবন্ধু টানেলের খননকাজ উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা	৮
জনবন্ধু শেখ হাসিনার কাছে প্রত্যাশা : মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন	৯
সরকারের দলীয় মেনিফেস্টো ও সমবায়ের বাস্তবায়ন : আফতাব হোসেন	১২
সমবায় অধিদপ্তরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এর 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' উদ্বোধন	১৪
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রীর যশোরে সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময়	১৬
খুলনা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়	১৭
টেষ্ট অডিট ও অডিট নোট পর্যালোচনা কেন এবং কিভাবে : অজয় কুমার সাহা	১৯
আফজাল স্যারের সমবায় শিক্ষা : হরিদাস ঠাকুর	২২
দুর্দশা ঘোচাবার টেকসই পদ্ধতি সমবায় : মোঃ জিয়াউল হক	২৪
সমবায় পতাকা : এম এম মোর্শেদ	২৬
বাবলি তালাং খুবলে শিবুন : মোঃ জিল্লুর রহমান	২৮
বাঘাইছড়িতে সমবায়ের আগর বাগান–পাহাড়ে সম্ভাবনাময় সাফল্য : জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা	৩০
বোরারঘাট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ–যৌথ উদ্যোগে সাফল্যের দৃষ্টান্ত : মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন	৩২
শীর্ষ ৫ উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বাংলাদেশ : বিশ্ব ব্যাংক	৩৪

সমবায় সংবাদ

"মানসম্পন্ন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন" প্রশিক্ষণ	৩৫
"আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৩৬
ইনোভেশনের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৩৭
'উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের' কার্যক্রমের অর্ধ বার্ষিকী মূল্যায়ন কর্মশালা	৩৭
সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম শুভ জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত	৩৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	৩৯
কৃতিত্ব	৪০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে যেসব নির্দেশনা প্রদান করেন

নতুন মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই ধারাবাহিকতাক্রমে তিনি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন।
এ সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এসব নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে :

- মূল বাজেট হবে জেলাভিত্তিক ধারণা নিয়ে।
- সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- রাস্তার উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
- উপজেলাভিত্তিক মাস্টার প্লান তৈরি করতে হবে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
- মন্ত্রণালয়ের সব কাজ পরিকল্পিতভাবে করতে হবে।
- দেশের উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের কর্তাদের আরো বেশি শ্রম দিতে হবে।
- পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার চাপ সবকিছুই মাথায় রেখে সুপরিকল্পিতভাবে দেশকে গড়ে তুলতে হবে।

এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে।
উল্লেখ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সচিবালয়ে পৌঁছালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. তাজুল ইসলাম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামালউদ্দিন তালুকদারসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

বঙ্গবন্ধু টানেলের খননকাজ উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের খননকাজ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে তিনি এ খননকাজ উদ্বোধন করেন। এছাড়া তিনি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজেরও উদ্বোধন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ৯ হাজার ৮৮০ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সহায়তা ৩ হাজার ৯৬৭ কোটি ২১ লাখ টাকা এবং চীন সরকারের অর্থ সহায়তা ৫ হাজার ৯১৩ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

জনবন্ধু শেখ হাসিনার কাছে প্রত্যাশা

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

রাজনীতি সুশাসন ও গণতন্ত্র

১. ২০২৪ সালের (জানুয়ারি) নির্বাচনের প্রস্তুতি সূচনা হয়ে গেছে। ২. প্রতিটি নিবন্ধিত দলে অন্তত এক-চতুর্থাংশ নারী পদধারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩. দ্বাদশতম নির্বাচনে প্রতিটি দলের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ আসনে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন চাই। ৪. একাদশ সংসদেই ডেপুটি স্পিকার ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে নির্বাচনের বিবেচনা। ৫. সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি। ৬. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শাসনকাজে ভারসাম্য আনা। সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং সব সাংবিধানিক পদে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দিতে পারার ক্ষমতা। ৭. সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ কেবল সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ও অর্থবিল তথা জাতীয় বাজেট পাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রাখা। ৮. সংসদ সদস্যদের জন্য অর্থনীতি ও পরিকল্পনাবিদ, প্রযুক্তি ও সংসদীয় রীতিনীতিবিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ। ৯. রাজনৈতিক দলের সভাপতি ছাড়া বাকি সব পদে সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। ১০. অঙ্গসংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক শিথিল করা। ১১. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সুপারিশ বিবেচনা করা। ১২. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৈধ প্রার্থীদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থসহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনী খরচের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দ্বার উন্মোচন করা। ১৩. জাতীয় সংসদে নতুন সদস্যদের শপথের দিন থেকে এক বছরের মধ্যে নির্বাচনসংক্রান্ত সব আপত্তি ও মতবিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য আরপিও সংশোধন ও হাইকোর্ট বিভাগ পর্যায়ের ট্রাইবুন্যাল গঠন। ১৪. দুর্নীতি দমনে দৃশ্যমান অগ্রগতি তথা স্বচ্ছতা ও নৈতিক শক্তির জয়গান আনা।

পরিকল্পিত উন্নয়ন ও অর্থনীতি

১. বাজার ব্যবস্থায় থেকে ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে একটি নিয়ামক কাঠামো সৃষ্টি করা। ২. মন্ত্রী পদমর্যাদার একজন ডেপুটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে অর্থনীতিব্যাপী সমন্বিত এবং সব খাত একে অন্যের পরিপূরক– এ কথা মাথায় রেখে বর্তমান পাঁচসালা পরিকল্পনার হলিস্টিক পরিবর্তন করা। ৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের প্ল্যানিং সেলের ক্ষমতায়ন করা। ৪. কঠিন আর্থিক শৃঙ্খলা মান্যকারী পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। ৫. প্রকল্পের সময় নির্ঘণ্টক প্রকৃত অগ্রগতির সঙ্গে অর্থ ব্যয়ের মনিটরিং। অহেতুকভাবে দীর্ঘায়িত ছোটখাটো প্রকল্প এক বছরের সম্প্রসারণ দিয়ে সমাপ্ত করা। প্রকল্প সংখ্যা ৪০০-৫০০তে নামিয়ে এনে বাকি সম্পূরক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা। ৬. রেল ও জলপথকে ব্যাপক উন্নয়নমূলক অবকাঠামোসহ বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করে তোলা। ৭. বাহাদুরাবাদ ঘাট-ফুলছড়ি ঘাট রেল সেতু নির্মাণ, ক্রমান্বয়ে রেলকে ব্রডগেজকরণ ও ডাবল লাইনে রূপান্তর করে নিরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ ট্রেন চালিত করা। রেলপথকে টঙ্গী পর্যন্ত থামিয়ে দিয়ে ঘন ঘন চলা কমিউটার ট্রেন চালু করা। ৮. মেট্রোরেল ও উড়াল সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পাতাল ও আকাশরেল সম্পর্কে দৃঢ়

পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। ৯. শিল্পায়ন তথা কর্মসংস্থানে আয়-রোজগার বৃদ্ধি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য হ্রাস এবং বৈষম্য বৃদ্ধির রাশ টেনে ধরা। ১০. উৎপাদন ও রফতানিতে বহুমুখিতা আনয়নে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প, ওষুধ শিল্প, মৎস্য রফতানিতে হিমায়িত কাঁচা মাছের বিপরীতে কৌটাভর্তি রান্না করা মাছ রফতানি, হালকা কারিগরি ও প্লাস্টিক শিল্প, সিরামিকস, খেলাধুলার সরঞ্জাম, মোটরসাইকেল, ফলের প্রক্রিয়াকরণ, শাকসবজি ও ফুলের আকর্ষণীয় প্যাকেজকরণে অগ্রাধিকারভিত্তিক মনোযোগ দেয়া। ১১. প্রসার, গভীরায়ণ ও উদ্ভাবনী শক্তিতে পাটজাত দ্রব্য দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হতে পারে। দেশে পলিথিন নিষেধাজ্ঞা কঠোর হাতে বাস্তবায়ন করতে হবে। পাটের সুতা প্রধান, তবে মিশ্রণ তন্তুকে আকর্ষণীয় করে বস্ত্র বয়ন ও মোটরযানের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় ব্যবহারযোগ্য মানে নিয়ে যাওয়া। ১২. উচ্চমজুরির কারণে চীন তৈরি পোশাক খাতে বিশ্ববাজার দখল করা অংশ ক্রমেই ছেড়ে দিচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান আর তেমন প্রতিযোগিতায় নেই। সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী ভিয়েতনামও এতে আগ্রহ হারাচ্ছে। শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া ও আফ্রিকা এখনো ছোট তরফ। সে সুযোগে গত চার দশকে সৃষ্ট বিশ্বমানের উদ্যোক্তারা অকৃপণ হাতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বৃদ্ধিতে সমন্বয় সাধন করে বাজার বৈচিত্র্য এবং ২০২৩ সাল নাগাদ ৬ হাজার কোটি ডলারের রফতানি করতে পারেন, উচ্চতর মান ও দামের তৈরি পোশাক এবং নতুন নতুন বাজারের সন্ধানও জরুরি। ১৩. ১০০টি বিশেষ শিল্পাঞ্চলের ১০টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। তৈরি পোশাকে প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় খরচে যে বিপুল প্রণোদনা রয়েছে, তার সমতুল্য প্যাকেজে পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ বস্ত্র আমদানিকারক বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের প্রসার এখন সময়ের দাবি। কাঁচা তুলা আমদানি সহজ বটে। অগ্রপশ্চাৎ সংযোগ মাধ্যমে বর্তমানে একটির স্থলে তিনটি রুলস অব অরিজিন পালিত হয়ে অগ্রগামী বাংলাদেশকে সুবিধাজনক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ১৪. আলোকিত কৃষিবিজ্ঞানী সাত্তার মণ্ডল ফল উৎপাদনে বাংলাদেশে নীরব বিপ্লবের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রক্রিয়াকরণে অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে আত্মকর্মসহ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা জরুরি। বছরে ১০ লাখ টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়। এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও মজাদার ফল। কাঁঠালের স্বাদ ও পুষ্টি বছরব্যাপী মিলবে এবং কর্মসংস্থান হবে। এমনকি রফতানিও হতে পারে। তেমনিভাবে আম, কলা, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রফতানি ও কর্মসংস্থানে সবচেয়ে বেশি সুযোগ আছে আনারসের জেলি ও জ্যামে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের আগে চেষ্টা করা যায়। ১৫. শেখ হাসিনা সরকারের উৎসাহে লালমনিরহাটও অন্যান্য প্রতিবেশী এলাকার কম উর্বর জমিতে ভুট্টা চাষের শুরু ১৯৯৭ সালে। এখন ফলন ১৭ লাখ টন। হাঁস, মুরগি সুরক্ষা ও গো-খাদ্যের বাইরে ভুট্টা অন্য দেশগুলোর মতো প্রক্রিয়াজাত করা হলে বিশ্বসেরা কর্ন ভোজ্যতেল প্রস্তুত কর্মসংস্থান তথা সমৃদ্ধি বাড়াবে। ১৬. উন্নত মানের প্যাকেট করা ফালি পনির ও দুধের গুঁড়ো তৈরিতে বাংলাদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর সম্ভাবনা আছে। আমদানি শুল্ক ও আগাম প্রস্তুতি দরকার। ১৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্যাশুনাট উৎপন্ন হয়। চার বছরের মাথায় গাছ ফলবতী হয়। বড় মাপ ও পরিধিতে ক্যাশু ফলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে শুকানো ও ভাজা হলে কর্মসংস্থান এবং ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। ১৮. বছরে আট লাখ টন আলু উৎপাদন হয় বাংলাদেশে, আপাতদৃষ্টিতে উন্নত মানের। অথচ পটেটো চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও কর্নফ্লেক্সের কোনোটাই এখানে তৈরি হয় না। যত দিন গড়াবে ততই মা-বাবা উভয়ে কর্মজীবী হবে। বাড়বে তৈরি খাবারের চাহিদা। আলুভিত্তিক খাবারে উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারী সৃষ্টি করতেই হবে, কারণ একদিকে আলু কিষান-কিষানির আয়-রোজগার বাড়াবে, অন্যদিকে তেমনি হবে বাড়তি কর্মসংস্থান। প্রয়োজন হলে ফ্লেক্স, ফ্রাই ও চিপস তৈরির উপযোগী আলুবীজ আমদানি করতে হবে। ১৯. গভীর সমুদ্রে ভারত ও মিয়ানমার বছরে ৮০ লাখ টন মাছ ধরে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলে ব্লু ইকোনমির একটি সুবিধা মিলবে।

পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা

১. বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অগ্রগতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সসীম নয় অসীম। প্রাথমিকভাবে ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণ পর্যায়ে কক্সবাজার, সৈয়দপুর ও বরিশালে আঞ্চলিক মানসম্পন্ন বিমানবন্দর নির্মাণ করা যায়। সিলেটে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পূর্ণরূপ দেয়ার এখনই সময়। টাঙ্গাইলের শক্ত ভিত মাটি, যা দেশের কেন্দ্রে অবস্থিত। সীমান্ত থেকে দূরে, যেখানে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত এলাকায় সেনা ক্যান্টনমেন্ট হয়নি, সেখানে বিশাল মাপে ও মানের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করার কাজ চিন্তা করা যেতে পারে। কক্সবাজারের ৮০ মাইল দীর্ঘ সোনালি বিচে ধনাঢ্য পরিব্রাজকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম শতাধিক কটেজ এবং তিন-চারটি গলফ কোর্স নির্মাণে ব্যক্তি খাতকে প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে সিলেটের বড় চা বাগানগুলোয় গলফ কোর্স নির্মাণ করলে ওই অঞ্চলে গড়ে ওঠা চমৎকার সব রিসোর্টের আরো বেশি লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। আগামী দশকটি হবে উত্তর বাংলার চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির। বগুড়ার টিএমএসএস দুটির আদলে আরো পর্যটন আকর্ষণ করা টাওয়ার নির্মাণ করে সৈয়দপুরে নেমে প্রাচীন দীঘি, সাগর, মসজিদ, মন্দির ও স্থাপত্যের দর্শন আনন্দে ভ্রমণবিলাসীদের পাওয়া যাবে। অবশ্যই শান্তি ও আইনের শাসন হতে হবে নিশ্ছিদ্র।

২. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের দৈন্য কাটিয়ে প্রায় অর্ধশত বিদেশী এয়ারলাইনসের মতো কাঁড়ি কাঁড়ি মুনাফা করার পর্যায়ে যেতে হবে। অন্তত পাঁচ বছরের জন্য বেসামরিক পরিবহনে ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করার চিন্তা করা যেতে পারে। ৩৩ বছরের পুরনো রাডারটি আশা করি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন, পণ্য খালাস, যানবাহন ও সামগ্রিক নিরাপত্তা, এয়ার সার্ভিসে আনা শিল্প উপাদানের উৎপাতবিহীন দ্রুত ছাড়করণ এবং 'টিকিট নেই' অবস্থায় প্লেনে উঠে অর্ধেক সিট খালি ধরনের গানি থেকে উদ্ধার পেতে হবে। উন্নত মানের ব্যবস্থাপনা চালু করার জন্য কৃত সংকলন পদক্ষেপ জরুরি।

৩. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা আলোচিত হচ্ছে। তবে যমুনা নদীবক্ষ মাঝে এক কিলোমিটার বিস্তারে রিভার ডিভাইডারের মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য ভূমি সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ শিল্পায়ন তথা কর্মসংস্থানে ভূমি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। দুই পাশে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি ও নদী শাসনে বাঁধ দেয়া যেতে পারে।

৪. অর্থ, ব্যাংকিং ও বীমা খাতে সমস্যা আছে, তবে সংকট নেই। সদিচ্ছা থাকলে পুনঃতফসিলের বিধি যথা দুবারের বেশি পুনঃতফসিল নয়, পুনঃতফসিলে স্বীকৃত পরিশোধের ১০ শতাংশ নগদে পরিশোধ করা হলে তবেই পুনঃতফসিল, শর্ত ভাঙলেই পুনঃতফসিল বাতিল এবং খুবই বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া তৃতীয়বার পুনঃতফসিল হবে না- এসব বিধান প্রয়োগ করা জরুরি। সুদ মওকুফে নৈতিক সংকট আছে এবং রয়েছে এক ধরনের হঠকারিতা। মূল ঋণের অংশবিশেষ মওকুফের তো প্রশ্নই আসে না। যার ঋণ মন্দ বা খেলাপি হয়ে যায়, তিনি বা তার প্রতিষ্ঠান ওই ঋণগ্রস্ত প্রকল্পটির একটি নিজস্ব মূল্যায়ন করতে পারেন এবং তার সবচেয়ে সম্পূর্ণ অকলুষিত সম্পদে এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি মাধ্যমে যেন

ঋণটি বর্ণিত বিধি অনুসারে পুনঃতফসিল করান, সে বিধান করা যায়। এছাড়া অন্যান্য সহজতর ফর্মুলায় ঋণ খেলাপ পরিস্থিতি সম্পূর্ণে আয়ত্তে এনে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করা 'ভালো' ঋণগ্রহীতাদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে কারো তেমন ক্ষতি করতে হবে না।

৫. ২০০০ সাল থেকে আলোচিত অ্যাকুইজেশন ও মার্জার আইন পাস করা জরুরি।

৬. জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবছর চালুর বিষয়ে সুপারিশ বিবেচনা করা যায়।

৭. অজনপ্রিয়তায় সর্বজনীন ব্যাংক আমানতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

অবকাঠামো নির্মাণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১. গত এক দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি চোখ ধাঁধানো এবং তা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণে সরকারপ্রধান জনবন্ধু শেখ হাসিনার অকুতোভয়, টেকসই, উদ্ভাবনী ও সামনে থেকে অসাধারণ নেতৃত্বের সৌভাগ্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

২. দরকার সঞ্চয় ও বিনিয়োগযোগ্য তহবিল। বণ্টন কনসাল্টিং গ্রুপের প্রক্ষেপণে যে সোয়া কোটি লোকের মাথাপিছু আয় ৪ হাজার মার্কিন ডলার, অন্তত তাদের কাছ থেকে আয়কর আদায় করা জরুরি। সমীক্ষা করে দেখা গেছে, করহার বনাম কর রাজস্ব স্থিতিস্থাপকতা এমন যে বর্তমানে আয়কর ও করপোরেট করের স্তরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে করের হার কমালে কর রাজস্ব অনেক বেড়ে যেতে পারে। প্রয়োজন একটি করদাতাবান্ধব, আধুনিক, নিশ্ছিদ্র বাস্তবায়নযোগ্য, সহজ কর ব্যবস্থা। এজন্য করজালের বিস্তার এবং মূসক আদায় ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও বোঝানো, সমঝানো প্রয়োজন। ২০২৩ সাল নাগাদ কর জিডিপি অনুপাত অন্তত ২০ শতাংশ এবং বিনিয়োগ জিডিপি বর্তমানের ৩১ শতাংশের বিপরীতে ৩৮-৩৯ শতাংশে না নিলে দুই অংকের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন না-ও হতে পারে।

৩. সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ না কমিয়ে আগে এর ব্যাপক অপব্যবহার, দুর্নীতি ও কারচুপি রোধ করা জরুরি।

৪. শতকরা ২ শতাংশ ইক্যুইটি ছাড়া কোম্পানির পরিচালক নির্বাচিত হওয়া যাবে না, বিধানটি রহিত করা যেতে পারে।

সময় ও সুযোগ এখন বাংলাদেশের

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টিনন্দনভাবেই ঘটেছে সামাজিক অগ্রগতি। ৭২-এর ৪৩ বছর গড় আয়ু এখন ৭২ বছর। হাজার জন্মে শিশুমৃত্যু ২০০ থেকে ২৯-তে নেমেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে মেয়ে শিশুর ভর্তি অনুপাত ৫০ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় ৪৩ শতাংশ হলেও অগ্রগামী। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলে দিচ্ছে, লিঙ্গসমতায় বাংলাদেশের সূচক ৪৮ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বশীর্ষে। বাংলাদেশের আয়তন পৃথিবীতে ৮৪তম আর জনসংখ্যা অষ্টম বৃহত্তম। দশক ঘুরতেই কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে পৃথিবীতে ২৪তম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটের ১৩৪ অনুচ্ছেদে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ে উপকারভোগীর সংখ্যা এবং ভাতার পরিমাপে প্রতি বছর ২০ শতাংশ হারে বাড়িয়ে ২০১৮-২৩ সালে আড়াই গুণ করা যেতে পারে।

২. গৃহস্থালি কাজকে জিডিপিতে আনা জরুরি।

৩. বিশেষ করে আইনের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা, ভূমি ও জলাধার দখলধারীদের আইনের আওতায় আনা এবং আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জরুরি যানবাহন নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতামূলকভাবে 'বাম লেনের গাড়ি বায়ে যাবে' নীতি চালু করা, ট্রাফিক বাতির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এক হাতে আনা, স্কুল ভর্তি নিজ মহল্লায় ও স্কুলবাসে যাতায়াত বাধ্যতামূলক করা উচিত। সেবাগুলোর বিল ইন্টারনেটে বা ব্যাংকে পরিশোধ হবে। ঢাকায় সব প্রবেশপথে টোল মেশিনে ফি আদায় হবে। অফিস-আদালতে ফ্লেক্সি টাইম চালু করা যেতে পারে। আনিসুল হক-সাঈদ খোকন ফর্মুলা বাস্তবায়নে ৬০০ বৃহদাকার বাস পুরনো সব লক্কড়-ঝক্কড় পাবলিক যানকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। একই সঙ্গে ১৫ বছরের পুরনো সব গণপরিবহনের ওপর রোড ট্যাক্সের হার দ্বিগুণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে এখন অগ্রাধিকার শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান

১. বাংলাদেশে এখনই বিকেন্দ্রীকরণের উপযুক্ত সময়। জনবন্ধু শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী গ্রামকে শহরের অনুরূপ করতে হলে অন্যান্য ক্ষেত্র ছাড়া ও কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সমবায়ে খাদ্য মজুদ, সৌরবিদ্যুৎ ও অতিশয় সহজ শর্তে ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা করা যায়।

২. ঢাকা থেকে কয়েকটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিদপ্তর, খেলার মাঠ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঢাকার বাইরে স্থানান্তরের চিন্তা করা যায়।

৩. ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের আগের দিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি, যিনি এখন চতুর্থ মেয়াদে প্রজাতন্ত্রের সরকারের প্রধানমন্ত্রী, দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে বৈষম্য দূর করা হবে। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থাধীনে দ্রুতগতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে আয়, সম্পদ ও সুযোগে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে সরকার বদ্ধপরিকর। জাতির পিতা ও তার কন্যা, যিনি নিজগুণেই অসাধারণ নেতা, কল্যাণরাষ্ট্রে একটি সমতাপ্রবণ সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে যে স্বপ্ন-সাধনা করেছেন ২০১৯-২৩ সময়ে, তা যেন সম্ভব হয়। ১৯৯৬-২০০১ সালের 'গ্রোথ উইথ ইক্যুইটি' সে পথ প্রদর্শন করে গেছে বটে।

৪. বাংলাদেশের সামনে এখন জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। কাজেই কাজ করতে হবে অবিরাম।

৫. সফল নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা যেমন বাংলাদেশে অপরিহার্য, তেমনি এর অগ্রযাত্রাও অবধারিত। তবে বাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তি খাত একটি অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে। দেশের বিনিয়োগের সিংহভাগই (সাধারণভাবে ৭৫-৮০ শতাংশ) ব্যক্তি খাতে, তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পোৎপাদনের থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নজর বেশি। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হালে কেন স্থবির, তার দায়ভার সমভাবে সরকার ও বেসরকারি খাতে ন্যস্ত। দেশের ৭৫-৮০ শতাংশ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায়। একাদশতম সংসদের ৬১ শতাংশ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বে এখন ব্যক্তি খাতের শিরোমণিরা।

৬. চলমান বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাধীনে নীতি-কৌশলে গতি এনে সরকারের ওপেন পিট কয়লা আহরণে আরো সমৃদ্ধ হবে অবকাঠামো সুবিধার উৎপাদনশীল খাত। 'ইটলস' বিজয়-পরবর্তীতে গ্যাস অনুসন্ধানে ১২ নং কূপে ৫ নং কাঠামোয় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান তথা দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য হ্রাস করে ব্যক্তি খাত এখন অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে। এটি বেসরকারি খাতের নেতৃত্বের একটি অগ্নিপরীক্ষাও বটে।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী

সরকারের দলীয় মেনিফেস্টো ও সমবায়ের বাস্তবায়ন

আফতাব হোসেন

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের তালিকাভুক্ত সব রাজনৈতিক দলেরই ঘোষিত ইশতেহার থাকে যাতে দল, দেশ তথা মানুষের জন্য কি করবে তার একটা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির একটা রূপরেখা থাকে। পরপর তিনবার বর্তমান সরকারি দল ক্ষমতাসীন হওয়ায় তার অঙ্গীকার সে কারণে স্বাভবিকভাবেই সুবিশাল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সূচকগুলির ওপর নজর দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির অর্জন ঈর্ষনীয়। কিন্তু তা কেন? সদ্য অবসর নেওয়া আমাদের কেবিনেটের সবচেয়ে সিনিয়র মন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের বাজেট ব্রিফগুলি দেখলেই তা পরিষ্কার হবে। সরকার ও দল তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পূর্ব বাংলাকে দেয়া হতো মাত্র সাত হাজার কোটি টাকার বাজেট। পাট করের সব টাকাই যেত কেন্দ্রিয় সরকারের হিস্যায়। আর এখন আমাদের বাজেট লাখ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সামাজিক সেফটি নেটের দিকে সরকারের নজর পড়ায় সরকারের ব্যয় বিপুলভাবে বেড়েছে। কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ ওঠেছে সরকারের কাছে pound wise penny foolish. এর ভালো ও খারাপ দুটি দিকই আছে।

Pound, Dollar-এর কামাই আসে বিদেশ থেকে। কারা কামাই করে? দুঃস্থ নারী, কিশোরী, তরুণী আর প্রবাসী বাংলাদেশি গরিব শ্রমিকের হাত। কিন্তু সবার সে কামাই পড়ে কার হাতে? দালাল শ্রেণির হাতে। এই দালাল, মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে ছিল ক্ষমতাসীন দলের সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলানোই ছিল দলটির জন্য একটি পরীক্ষা।

আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ যারা ছিল পাকিস্তানের শাসকদের কাছে উপেক্ষিত। তাদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই এদেশ ছিল 'তলাবিহীন ঝুড়ি', তার উদ্বৃত্ত সম্পদ ছিল অতি সামান্য। কেন সম্পদ তৈরি হয়নি তার জবাবনিহিত রয়েছে ১৯৪৭ থেকে পরের ২৪ বছরে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়েছে দেশ। দেশ বিরোধীরা লুটপাট করেছে দেশের সম্পদ সীমান্ত পার হয়েছে। জাতির জনক ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেছিলেন। মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। সব দেশেই জগতশেঠ তলে তলে কাজ করে দেশের শিকড় কেটে দিতে। এদেশের বর্তমান সরকার বোধ করি এই জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যবসা বান্ধব সরকার। তবু এই সরকারের অর্থমন্ত্রী জানাচ্ছেন দেশের শত শত কোটি টাকার বিপুল সম্পদ পাচার হয়েছে। আমাদের রাজস্ব ও শুল্ক ব্যবস্থার জাল আটকাতে পারছে না, বড় বড় রুই-কাতলা বেরিয়ে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার মুক্তির জনক আহমদ সুকর্ন শুল্ক কর্মকর্তাদের দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে দায়িত্ব দিয়েছিলেন জগতবিখ্যাত আন্ডাররাইটার লয়ডস-এর পরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সার্ভেয়ার সুইস এসজিএসকে। তার ফল হয়েছিল আমাদের জাতির জনকের ন্যায়?

ব্যবসায়ীদের প্রতি আমাদের সরকারের কথিত কৃপাদৃষ্টি নিয়ে কথা আছে সমালোচক মহলে। তবে উল্লিখিত কারণেই শকুনের অভিশাপে গোধন মরবে না। কিন্তু ব্যবসা চলতেই থাকবে। ভুলত্রুটির মধ্য দিয়েই, লাভ লোকসান পেরিয়েই মুলধন গড়তে হবে, তবেই না সম্পদের সুষম বন্টনের প্রশ্ন উঠতে পারে।

আজকে গোটা পৃথিবীই বাণিজ্য সন্ধানী, রাজ্য সন্ধানী নয়। এখন এ মুহূর্তে দুনিয়ার নানা অঞ্চল জুড়ে চলছে ট্রেড ওয়ার। এ নির্মম সত্যটি ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না capital is a scarce commodity. সরকার দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য উৎপাদনশীল প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে যান। সেজন্য মূলধন দরকার আর সেজন্য সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প নিচ্ছেন উভয় তরফের মূলধন নিয়ে।

রচডেলের সমবায় উদ্যোক্তারা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সদস্যদের সাধ্যে কুলায় অল্প টাকা চাঁদা নিয়ে মূলধন গড়ার। এখন মূলধন গড়ার জন্য বহু পরিকল্পনা আসছে, যেমন পিপিপি, সামাজিক ব্যবসা আরও কতো কি। তবু সমবায় যে কাজটি করতে পারে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে আর কোন ব্যবস্থাই তা পারে না। আর সে জন্যই উনিশ শতকের শুরু থেকে শুরু এ ব্যবস্থাটির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েই চলেছে। আর সেজন্যই জাতির জনক প্রথম যে কেবিনেট গঠন করেছিলেন তাতে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ছিল সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। আর এর মন্ত্রী হয়ে থাকেন সরকারি দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক নির্বাচনি ইশতেহারে যেসব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করা হয়েছে এই লেখকের অন্তত বিশ্বাস তার অনেকগুলির বাস্তবায়নে সমবায় অতীব গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন আমি দুর্নীতির বেলায় জিরো টলারেন্স, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণ, পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য যোগান, দারিদ্র নির্মুল, শিক্ষামানের ব্যাপক উন্নতিসাধন, মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা, ব্লু অর্থনীতি বা জলসম্পদ (সাগর ও অভ্যন্তরীণ জলভাগ) অর্থনীতি উন্নয়ন, নিরাপদ সড়ক, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ ইত্যাদি।

সমবায় কথাটির মাঝে সমাজ কথাটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সমাজ থাকলে অর্থনীতিও আছে, আছে সমাজ মনস্তত্ত্বও। সবচেয়ে বড় করে আছে পরিবেশ এবং জলবায়ুও। আমরা সামাজিক মূলধনের কথা বলি। এতে রয়েছে সমবায়ের এক সুবিশাল ভূমিকা। এ হল দশের ও দার্শনিক অর্থে দেশের মূলধন। দুর্নীতির প্রসঙ্গ আমি সুকর্ণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ করে তুলে ধরতে চাই। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক বা সামষ্টিক এক্সপোজার। এটা সবচেয়ে কার্যকর। অন্তত আমাদের মাননীয় উচ্চ আদালত সেটাই চাচ্ছেন। একজনের প্রতিবাদ আইনের চোখে মানহানি হতেও পারে। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দশজনের প্রতিবাদ সামাজিকভাবে অবশ্যই

গ্রহণযোগ্য। যা প্রচলিত আইন পারে না তা সমাজের রীতি, প্রথা পারে। এরও মর্যাদা আইনতুল্য। আর এটি হতে পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোক্ষম অস্ত্র আর সমবায় হতে পারে এর platform. বিষয়টির বাস্তবায়ন একটু জটিল মনে হলেও আসলে তা নয় মোটেও।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। নারী হাত ও শ্রমই সমবায়ের বড়ো বুনিয়াদ। নারীর সবচেয়ে কর্মসংস্থান তথা ক্ষমতায়ন হতে পারে সমবায়ে। আমাদের দেশের সফল সমবায়গুলির অপর একটা random জরিপ নিলেই সেটা পরিস্কার হবে। এগুলিকে দেখুন নারীই সেখানে ক্ষমতার আধার, অতি স্বাভাবিক কারণে। এর অতিসরলায়নের কোন দরকার নেই বলে আমি মনে করি। এ জন্য নারী সব কর্ম তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু এবং তার আচরণ কারও জন্য বিশেষ নয় বরং অনেকটাই নির্বিশেষ। আরও একটি মজার বিষয়ও আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজের বাস্তবতা হল নারী সংসারে পুত্র সন্তানের প্রতি সাধারণত পক্ষপাতিত্ব করে। এর একটা চিত্তাকর্ষক মনস্তত্ব থাকলেও সেটা এ নিবন্ধের এখতিয়ার নয়।

পুষ্টি আমাদের চলতি কালের চলতি ও দরকারি প্রসঙ্গ। মূলধন ও শ্রমের সংঘাত এক চিরস্থায়ী dialectics. আজকে বলা হচ্ছে শ্রমিক যদি যথা পুষ্টি না পায় তাতে শুধু শ্রমিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না পুঁজি মালিকেরও ক্ষতি। কেননা, তার আয় প্রত্যাশিত হারে বাড়ে না, শ্রমিকের যথা পুষ্টি নিশ্চিত থাকলে যা হতে পারত। কে পুষ্টি যোগাবে? কেমন করে? এটাকে বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে execution- এ সফল সহযোগিতা করতে পারে মূলত নারী ও সমবায়। আমাদের দেশে মধ্য, নিম্নমধ্য, ও এমনকি নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেকেই নিজ বাড়িতে রান্না করে খেতে পারে না, প্রথমত কাজের তাড়া, সুবিধার নানা উপযোগের ছড়াছড়ি, ব্যয়বাহুল্য, নানা ভোগের হাতছানির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে বহু লোক হয় ব্যয় কমাতে নয় ভোগ সামাল দিতে এর সাথে রফা করছেন। সমাজ আধুনিক থেকে আধুনিকোত্তর হচ্ছে। এর জন্য হয় নেতিবাচক নয় ইতিবাচক মূল্য দিতেই হবে। আজকে বাজারে আধা প্রসেসড বা প্রসেসড খাদ্যের দেখা মিলছে। এর একটি কারণ হল মানুষ সময় বাঁচাতে চায়। আর গৃহকর্মীর দেখা মেলে কালেভদ্রে।

স্বাস্থ্যকর বাণিজ্যিক খাবার উৎপাদনের ও নারীর কর্ম সংস্থানের আরও একটি সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আর এতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় আসতে পারে সমবায়। বছর ৪৫ আগে সাবেক পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল modern Bread Factory সস্তায় ভাল মানের পাউরুটি সরবরাহ করার জন্য। কেবলমাত্র অবহেলা, অদক্ষতা ও চক্রান্তের কারণে সেটি বেঁচে দিতে হয়। এখন ৪০০ গ্রাম ওজনের রুটি কিনতে হয় ৮০ টাকা দিয়ে, তাও মানসম্মত নয়। সমবায়ের বিরাট সুযোগ এখানেও। এদেশে এখন হাজার হাজার হাসপাতাল ওখানেও রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। কোথায় আমাদের উদ্যোক্তারা? পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্যখাতে সম্ভাবনার শেষ নেই।

সমবায় কথাটির মাঝে সমাজ কথাটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সমাজ থাকলে অর্থনীতিও আছে, আছে সমাজ মনস্তত্বও। সবচেয়ে বড় করে আছে পরিবেশ এবং জলবায়ুও। আমরা সামাজিক মূলধনের কথা বলি। এতে রয়েছে সমবায়ের এক সুবিশাল ভূমিকা। এ হল দশের ও দার্শনিক অর্থে দেশের মূলধন। দুর্নীতির প্রসঙ্গ আমি সুকর্ণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ করে তুলে ধরতে চাই। এর জন্য প্রয়োজক সামাজিক বা সামষ্টিক এক্সপোজার।

শিক্ষা খাতে সমবায়, বিশেষ করে বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার মান উন্নত করায় যোগ্য অবদান রাখতে সমবায় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত নিজস্ব সমবায় প্রতিষ্ঠানের দেশব্যাপি ইউনিট গড়ে। এখানে সরকারের সহযোগিতা দরকার। স্বাস্থ্যসেবায়, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজমে আক্রান্ত অসুস্থদের সেবায় সমবায়ের যুগান্তকারী ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। কেননা এসব উপকারভোগীদের একত্র সমাবেশের সুবিধা আছে সমবায় ব্যবস্থায়। সমবায় সফল হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে যেমন, সদস্যরা এক চরিত্র বৈশিষ্ট্যের হলে, একই পেশার, মানসিকতার, নৃতাত্বিক গুণের অধিকারী হলে ভাল হয়।

আমাদের দেশের জলকর, দেশের সীমায় সামুদ্রিক জলভাগে পেশাজীবীদের সমবায়ে সংগঠিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রমাণ দেশের জলকর, উপকূল ও সামুদ্রিক জলভাগে রয়েছে সর্বাধিক সফল সমবায়। এদিকে আরো নজর দেওয়া দরকার।

সবশেষে নিরাপদ সড়ক সকলের প্রয়োজন। এখানে সকলের স্বার্থ জড়িত। এর অর্থ স্বার্থ দশের। কিন্তু এ স্বার্থ যদি বিশেষ কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠির স্বার্থের বাহক হয় তাহলে তা সকলের জন্য মর্মান্তিক হতে বাধ্য। কে শুনেছে শ্রম ও মূলধনের স্বার্থ এক হতে পারে। এই আদায়-কাঁচকলার অভিনব উদ্ভাবক কে তা বের করা দরকার। আর দুটি আলাদা সমবায় গঠন করা দরকার, পরিবহন খাতে বিশেষ করে এ খাতকে ঢেলে সাজাতে বিপুল বিনিয়োগ করা হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের স্মবাউ পরিকল্পনার মডেল অনুসরণ করে সর্বসাধারণের জন্য এক Good Ride-এর নিরাপত্তা অন্তত সড়কে দেওয়া যায়।

আফতাব হোসেন : সাবেক সিনিয়র সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক

সমবায় অধিদপ্তরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' উদ্বোধন

বিগত ২১/০৩/২০১৯ তারিখে আগারগাঁওস্থ সমবায় অধিদপ্তরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এম.পি., মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এম.পি., পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার অধিদপ্তরের লাইব্রেরীতে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' উদ্বোধন করেন এবং লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ছবি ও বই-পুস্তক পরিদর্শন করেন। এ সময় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা

সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় মন্ত্রী কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, সমবায় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে তিনি অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে সমবায় উন্নয়নমূলক ব্যাপক কার্যক্রম করতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়া আমাদের সমবায় মডেল কাজে লাগিয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। তারা বাংলাদেশের সমবায় দর্শনকে মডিফাই করে তাদের গ্রামীণ সমাজের উন্নতি করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বহুমুখী সমবায় অনেক মানুষকে নিঃস্ব করেছে। এ অব্যবস্থাপনা করায় যে গোষ্ঠী কাজ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তাদের মূলৎপাটন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, ১ লাখ ৭৬ হাজার সমবায় সমিতিতে ১ কোটি ৮ লক্ষ লোক

সমবায়ে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। উপজেলা সমবায় অফিসারের পদ উন্নীতকরণে কোন সমস্যা না থাকলে এগুলো সমাধানে ভূমিকা রাখবেন বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন, এদেশে অনেক লোক চাকুরী পাচ্ছে না, এক্ষেত্রে তিনি সমবায় অধিদপ্তরের 'শূণ্য পদ' পূরণে উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সমবায়ের প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট আধুনিকায়ন করা দরকার। এক্সক্লুসিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব আছে, বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। তিনি বার্ড, আরডিএ এর যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো আছে সেগুলো সমবায়ের প্রশিক্ষণে কাজে লাগানো যায় কি না - তা ভেবে দেখার পরামর্শ দেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের কার্যক্রম Accountable করতে হবে। Regulate করতে হবে। প্রত্যেকটি Cooperative Bank Individual. There is no accountable there. এসব সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনে আইন পরিবর্তন করে হলেও একটি সঠিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যাবে। কাজ করতে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলে সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেন। সভায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, জনাব মোঃ আসুদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক, (প্রশাসন, ম্যাসউ ও ফাইন্যান্স), জনাব মোঃ আহসান কবীর, অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা), জনাব মো. লুৎফর রহমান, যুগ্ম নিবন্ধক, ঢাকা বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, জনাব ফারহানা আফরোজ, জেলা সমবায় অফিসার, খুলনা বক্তব্য রাখেন।

সমবায় অধিদপ্তরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এম.পি. অধিদপ্তরের লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ছবি পরিদর্শন করছেন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এম.পি.কে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দিচ্ছেন অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ

সমবায় অধিদপ্তরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এম.পি., পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার অধিদপ্তরের লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ছবি পরিদর্শন করছেন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রীর যশোরে সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময়

বিগত ১০/০৩/২০১৯ তারিখে যশোর জেলার বিডি হলে যশোর জেলার সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি. প্রধান অতিথি এবং জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যশোর জেলার আওতাধীন সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রস্তাবনার আলোকে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- এক সময়ে যশোর জেলা সমবায়ের পাইওনিয়র ছিল। যশোরের সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
- জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল সমবায়ের মাধ্যমে এ জাতিকে প্রতিষ্ঠা করা। জাতির জনকের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে আরো উদ্যম নিয়ে কাজ করতে হবে।
- সমবায়ে কৃষি ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গতানুগতিক অবস্থা হতে বেরিয়ে আসার জন্য সমবায়ে কিভাবে পরিবর্তন আনা যায় তার রোড ম্যাপ তৈরি করতে হবে।
- গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমিতির সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে।
- সমবায়কে বাংলাদেশের একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।
- "আমার গ্রাম, আমার শহর" অথবা "আমার বাড়ী, আমার খামার" এসব প্রকল্প/দর্শন সমবায়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান এবং যশোরকে সমবায়ের পাইওনিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন সে বিষয়ে সমন্বিতভাবে সকলকে সহযোগিতা করতে হবে।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সমবায়ীদের যৌক্তিক দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভায় বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, সভাপতি, জেলা সমবায় ইউনিয়ন, যশোর, জনাব কাজী দেলোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি, প্রত্যাশা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, যশোর সদর, জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, সম্পাদক, মনিরামপুর থানা সার্ভেয়ার সমবায় সমিতি লিঃ, মনিরামপুর, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে সমবায়ের অবস্থা আরো উন্নত হতো উল্লেখপূর্বক জনাব মোঃ শফিকুজ্জামান, সভাপতি, প্রতিভা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ মনিরামপুর, যশোর, জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম, সভাপতি, মোমিন নগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন লিঃ, যশোর সদর, জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, সম্পাদক, রিপোর্টার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোঃ লিঃ, শার্শা, নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জনাব সুফিয়া মাহমুদ রেখা, সভাপতি, যশোর উইমেন বিউটিপার্লার সমবায় সমিতি লিঃ তাঁদের সমিতির সার্বিক কার্যক্রম ও বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে সমবায়ীগণ তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

মতবিনিময় সভায় সমবায়ী এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণের মতবিনিময়ের প্রস্তাবনাসমূহ

- বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তাসহ সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা পুনরায় চালু করা।
- সমবায় ইউনিয়নগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার, এর সদস্য পদ উন্মুক্তকরণ এবং এর মাধ্যমে ঋণ/প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করা।
- উৎপাদনমুখী (গাভী পালন, হস্ত শিল্প, কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি) সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।
- সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ আনয়নে ও উৎসাহ প্রদানের জন্য যুব অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অদিধপ্তরের অনুকরণে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন সমবায় সমিতিগুলোকে বার্ষিক অনুদান প্রদান।
- বৈদেশিক সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থাসমূহের সাথে যোগসূত্র তৈরি।
- উপজেলা পর্যায়ে সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সমবায় সমিতিতে ঋণ প্রদান।
- সমবায় সমিতিসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনা ও ই-সেবা সম্প্রসারণ।
- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের সদস্য পদ সকল সমিতির জন্য উম্মুক্ত রাখা।
- সমবায়ের মাধ্যমে বেনাপোল স্থল বন্দরে ১টি সীমান্ত হাট চালুকরণ।
- মণিরামপুর উপজেলায় দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠাকরণ এবং মিল্ক ভিটার মাধ্যমে তা বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
- অকার্যকর সমিতি পুনঃকার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং অকার্যকর সমবায় সমিতির পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহের বিক্রির ব্যবস্থা/সংরক্ষণ/ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সরকারের ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের ও উন্নত দেশে পরিণতকরণে সমবায়ের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা এবং এ লক্ষ্যে রোড ম্যাপ তৈরি করা।
- পণ্যের যথাযথ মান বজায় রেখে সমবায় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও সাংগঠনিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- সমবায়ের মাধ্যমে আইলবিহীন চাষাবাদের দ্বারা অভিনব কৃষি ব্যবস্থার সূচনা করা।
- বিদেশে প্রতিষ্ঠিত Cooperative shop এর ন্যায় আমাদের দেশেও সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সমবায় সমিতিতে গঠনতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমবায়ীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।
- সমবায়ের ঐতিহ্য পুনঃরুদ্ধারে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে "Jashore Declaration" কর্মসূচির সূচনা করা।

খুলনা সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এম.পি. তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু ''দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো' র জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সকলের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সমবায়ের প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, "অদ্যকার মতবিনিময় সভায় এসে সমবায় বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে এখানকার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অত্যন্ত মেধাবি ও দক্ষ। এখানে সমবায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সমবায়কে ঘিরে তাদের সকল কর্মকান্ডের কথা শুনে সমবায়ের প্রতি আমার ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে।" তিনি সমবায় অধিদপ্তরকে জনমানুষের উন্নয়নে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে,

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন দেখতে চান। পরিবর্তনের জন্য সকলকে কাজ করতে হবে।
- দূর্নীতি কোনরূপ প্রশ্রয় দেয়া হবে না। সকলকে দুর্নীতিমুক্তভাবে নাগরিক সেবা প্রদানে কাজ করতে হবে।
- সমবায় অধিদপ্তরের সহকারী পরিদর্শক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বেতন গ্রেড-১১ তে, পরিদর্শক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বেতন গ্রেড-১০ (দ্বিতীয় শ্রেণিতে) এ উন্নীতকরণ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বেতন গ্রেড-০৯ (প্রথম শ্রেণিতে) উন্নীতকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।
- জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরগলোর জন্য নিজস্ব ভবন তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে (আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট) গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমিতির সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনায়ন।
- স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- গতানুগতিক অবস্থা হতে বেরিয়ে আসার জন্য সমবায়ে কাঙ্খিত পরিবর্তন বাস্তবায়নে রোড ম্যাপ তৈরি করতে হবে।
- সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান এবং যশোরকে সমবায়ের পাইওনিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন সে বিষয়ে সমন্বিতভাবে সকলের সহযোগিতা করতে হবে।
- জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী হিসাবে সমবায় সমিতিসমূহকে

২৫,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছিলেন যখন পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক বাজেট ছিল ৪৯৮ কোটি টাকা। তিনি জাতির পিতার সমবায় এর প্রতি এ দরদকে অবিস্মরণীয় ও অনুসরণীয় হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জাতির পিতার কল্যাণেই আজ আমরা বিভিন্ন পদে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন যে, জাতির পিতার সে দর্শনকে ধারন করে সমবায় অফিসারগণ সদা প্রবাহমান নদীর মতো নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, আমাদের সকলকে জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে দুঃখী মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। তিনি সমবায় অফিসারগণের পদ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রধান অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স) নিম্নরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন :

- গ্রামীণ পেশার সাথে সমবায়কে সম্পৃক্ত করতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজ করতে হবে।
- সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ীর সম্পদকে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- সমবায় সমিতির কর্তৃপক্ষ/সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের দূরত্ব কমিয়ে এনে সম্পর্কের উন্নতি করতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম নিবন্ধক (ভারপ্রাপ্ত), বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা নিম্নরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন :

- সমবায় অধিদপ্তরে ইতোমধ্যে প্রণীত আইসিটি (ICT) প্রজেক্ট সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- অকার্যকর সমবায় সমিতির বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিগণের মতবিনিময়ের প্রস্তাবনাসমূহ

- সহকারী পরিদর্শকদের বেতন স্কেল গ্রেড-১১ তে উন্নীতকরণ।
- মাঠপর্যায়ের সমবায়ের উন্নতি সাধনকল্পে পরিদর্শকদের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ।
- উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা পদটিকে প্রথম শ্রেণিতে (বেতন স্কেল নবম গ্রেডে) উন্নীতকরণ।
- উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাদেরকে যথ যতভাবে দায়িত্ব পালনে যাবতীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।
- দক্ষ কর্মকর্তাদের জন্য পুরস্কার/প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য ছোট ছোট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এবং এতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রতিটি জেলা ও বিভাগে সমবায়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা।
- সমবায় অধিদপ্তরে প্রণীত আইসিটি (ICT) বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- গ্রামীণ পেশার সাথে সমবায়কে সম্পৃক্ত করতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজ করতে হবে।
- সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ীর সম্পদকে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- সমবায় সমিতির কর্তৃপক্ষ/সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের দূরত্ব কমিয়ে এনে আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে।
- গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- দুঃখী মানুষের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমবেতভাবে কাজ করতে হবে।
- Financial Inclusion Ges Rural Transformation এ সমবায়ের ভূমিকা বৃদ্ধিকল্পে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

টেষ্ট অডিট ও অডিট নোট পর্যালোচনা : কেন এবং কিভাবে

অজয় কুমার সাহা

কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ স্বাধীনভাবে পরীক্ষা ও উহার উপর নিরপেক্ষ অভিমত জ্ঞাপন করাই নিরীক্ষা বা অডিট। আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্রের সন্ধান পাই। যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্র মানে সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত কিছু কার্যপ্রণালী থাকে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে কার্যপ্রণালী তার সাথে অর্থের সম্পর্ক থাকে। অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য এ সকল কার্যাদি লেনদেনের পর্যায়ভুক্ত। সারা বছরের লেনদেনের (জমা-খরচ বা ডেবিট-ক্রেডিট) সাথে পূর্ববর্তী বছরের হিসাবাদিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে লিপিবদ্ধকৃত খাতাপত্রের আলোকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করতে হয়। এটা ঠিকঠাক আছে কিনা তা নিরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করে অভিমত জ্ঞাপন করে অডিট প্রতিবেদন দাখিলের মধ্য দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের অডিট কাজের সমাপ্তি ঘটে। এই কাজটি সমাধান করার জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ৪৩ ধারা এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ৯৮ বিধি অনুযায়ী নিবন্ধক কর্তৃক নিরীক্ষক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

নিরীক্ষা সম্পর্কে বোঝা ও করণীয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আছে এই সংজ্ঞায়। অর্থাৎ নিরক্ষক কাজ শুরুর পূর্বে এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে একটু চোখ বুলিয়ে নিলে দেখতে পাবে :

● **কোন একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী রয়েছে :** এই আর্থিক বিবরণীর সমর্থনে খাতাপত্র/রেকর্ডপত্র রয়েছে।

● **প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ রয়েছে :** যেখানে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের কর্ম তৎপরতা, পরিকল্পনা ও নিয়মনীতি অনুসরনের বিষয়টি জড়িত রয়েছে।

● **নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও আইনগত স্বীকৃতি রয়েছে :** নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাদি পরীক্ষার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই পরীক্ষা কার্য পরিচালনা করতে তিনি বাধাগ্রস্ত হবেন না, এখানে তার নিজস্বতা রয়েছে এবং তিনি তা স্বাধীনভাবে করতে পারবেন।

● **অভিমত জ্ঞাপনে নিরপেক্ষতা বজার থাকবে :** নিরীক্ষক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার কার্যাদি সম্পাদন করতে গিয়ে যা যা দেখলেন তা প্রতিবেদন আকারে দাখিল করতে হয়। এটাই অডিট প্রতিবেদন এবং এখানে যে অভিমত/মন্তব্য লিপিবদ্ধ থাকবে তা হবে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ।

● **অভিমত জ্ঞাপন হবে আর্থিক বিবরণীর উপর :** আর্থিক বিবরণীর উপর অভিমত বলতে হিসাবের বিভিন্ন শিরোনামে মূলতঃ উদ্বৃত্তপত্রের দেনা ও পাওনার বিভিন্ন শিরোনামের উপর অভিমতকে বুঝায়। আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাব উদ্বৃত্তপত্র হলো একটি প্রতিষ্ঠানের দর্পন, সেখানে মুলধন ও দেনা, সম্পত্তি ও পাওনার যে বিভিন্ন হিসাব শিরোনাম থাকে তা বিশ্লেষণ করলে সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আর্থিক চিত্র ফুটে উঠে। ফলে সেই হিসাব খাতের উপর যে অভিমত জ্ঞাপন করা হয় তাতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্রের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রকাশ পায়।

অডিটের এই বিষয়গুলো সমবায় সমিতিসহ সব ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত। তবে সমবায় অডিটের এই বিষয়গুলোর সাথে আরো কিছু অংশ সংযুক্ত করতে হয়। এখানে সমবায় অডিট বলতে কি বুঝি সেটা ব্যাখ্যা করলে পরিস্কার হবে। সমবায় অডিট বলতে "সমবায়ের নীতিমালা অনুযায়ী সদস্যবর্গের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ প্রয়াসে কোন সমবায় সমিতির কার্যাবলী কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে এবং এই হিসাবাদি কতটুকু সঠিকভাবে রক্ষিত হয়েছে তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সমিতির হিসাব পত্র ও কার্যাবলীর একটি অনুসন্ধানমূলক পরীক্ষা।" সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, সমবায় নিরীক্ষা শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন পরীক্ষাই নয়। ইহা সমিতির ব্যবস্থাপনা ও যাবতীয় কাজ কর্ম যাচাই করারও একটি ব্যবস্থা । এজন্য সমবায় নিরীক্ষাকে শাসনতান্ত্রিক নিরীক্ষা বলা হয়। সমিতির কাজ কর্ম সদস্যদের কতটুকু উপকারে এসেছে তা অনুসন্ধান করাও সমবায় নিরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই অডিটে হিসাবাদির সাথে সাথে নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা কমিটি, সভা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অডিট অফিসার কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজের নির্যাস স্বরূপ দাখিলকৃত অডিট প্রতিবেদনটি বিভিন্ন পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে এবং অডিট মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সমবায় আইন-বিধি ও সরকারী নির্দেশনার আলোকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেটাকে বলা হয় অডিট পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা।

অডিট পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা কি কি ?

● **অডিটের সংশোধনী :** সমবায় আইনের ৪৭ (১) ধারায় বলা হয়েছে "নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৬০ দিন এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি ১২০ দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি ও অনিয়মসমূহ সংশোধন করবে এবং গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিত করবে।" এটা সমিতি কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামুলক। অর্থাৎ অডিট অফিসার কর্তৃক উল্লেখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনিয়ম, মন্তব্য, সুপারিশের উপর গৃহীত কার্যাদির বিবরণ উল্লেখপূর্বক নিস্পত্তির জন্য নিবন্ধকের নিকট অনুরোধ জানাবেন। এখানে অডিট অফিসারের মন্তব্যের সাথে কোন বিষয়ে দ্বিমত থাকলে সেটাও উল্লেখ করবেন। এটা হবে বাহুল্য বর্জিত ও ভাষা হবে মার্জিত। নিবন্ধক তার বিবেচনায় বিষয়টি নিস্পত্তি করবেন এবং তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এটা না করলে নিবন্ধক ধারা ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

● **অডিট নোট পর্যালোচনা :** সকল সমবায় সমিতির প্রতি আর্থিক বছরের (১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন) অডিট সম্পাদন নিবন্ধকের একটি বিধিবদ্ধ দায়িত্ব। অডিট সম্পাদনের পর অডিট অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। জাতীয়, কেন্দ্রিয় ও প্রাথমিক সমিতির পর্যালোচনা করা হয় যথাক্রমে সমবায় অধিদপ্তর, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর ও জেলা সমবায় দপ্তর কর্তৃক। মূলতঃ একজন অফিসারের সম্পাদিত অডিট আরেকজন অডিট অফিসার কর্তৃক পর্যালোচিত হয়। অডিট নোট দাখিল হওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। অডিট নোট পর্যালোচনার সময় পূর্ববর্তী বছরের অডিট নোটের সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়। পর্যালোচনায় সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও বিধিমালা/২০০৪ এর ৪৫, ৪৬ ও ৯৯, ১০০, ১০৩. ধারা ও বিধান, নিবন্ধক কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন সময় সার্কুলারের দিক নির্দেশনা, এ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং সাধারনভাবে গৃহীত হিসাব ও অডিট মান প্রভৃতি অনুসৃত হয়েছে কিনা দেখতে হয়।

অডিট পর্যালোচনা করা হয় দুই ভাগে- প্রথমতঃ অডিট অফিসারের ত্রুটি এবং দ্বিতীয়তঃ অডিট অফিসার কর্তৃক উল্লেখিত ও সমিতি কর্তৃপক্ষের গৃহিত কার্যাদির ত্রুটি। এটাও আবার দুইভাগে বিভক্ত করতে হয় : সাধারণ বিষয়াদি

এবং আর্থিক বিষয়াদি। যদি ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে তা সংশোধনের জন্য উভয়কে পত্র দেয়া হয়। সংশোধনী বা জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হলে তা অডিট প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধকের বিবেচনায় পুনরায় সংশোধিত অডিট প্রতিবেদন দাখিল কিংবা হিসাবাদিতে গড়মিল পরিলক্ষিত হলে পুনঃহিসাব দাখিলের অথবা উভয়ই দাখিলের নির্দেশ দিতে পারেন। হিসাবের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে অডিট অফিসারের নিকট তা দাখিল করতে বলা হয়। অডিট পর্যালোচনা করতে সমিতিতে গমন করতে হয় না। কিন্তু অডিট নোট পর্যালোচনায় উদঘাটিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য অডিট অফিসার সমিতিতে গমন করতে পারেন।

● **টেষ্ট অডিট :** সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ১০৫ ধারায় বলা হয়েছে 'অডিটে যদি বড় রকমের অসঙ্গতি, হিসাবাদিতে গড়মিল কিংবা অডিট অফিসার ও সমিতির কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় বা অডিট বিষয়ে কোন অভিযোগ উদঘাটিত হয় তাহলে নিবন্ধক তার বিবেচনায় টেষ্ট অডিট সম্পাদনের জন্য অডিট অফিসারের নিম্ন পদমর্যাদায় নয় এমন অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারেন। লক্ষ্য হলো বিতর্কিত বিষয়টির নিষ্পত্তি। তবে অকার্যকর ও অবসায়নে ন্যস্ত সমিতির টেষ্ট অডিট সম্পাদন না করাই বাঞ্চনীয়।

টেষ্ট অডিট হলো অডিটের টেষ্ট। এই টেষ্টের মাধ্যমে অডিটের সঠিকতা যাচাই করা হয়। নিবন্ধক যদি মনে করেন কোন সমিতির অডিটের উপর টেষ্ট অডিট সম্পাদন করবেন তাহলে টেষ্ট অডিট কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। টেষ্ট অডিট সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবশ্যই নোটিশ প্রদানপূর্বক সমিতির কার্যালয়ে গমন করবেন। পূর্ববর্তী বছরের অডিটের সাথে মিলিয়ে দেখাসহ সমিতিতে রক্ষিত খাতাপত্র/রেকর্ডপত্র যাচাই করবেন। এখানে অডিট অফিসার তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন কিনা এবং সমিতির কার্যক্রম যথাযথ ছিল কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য করবেন। এই মন্তব্য দুই ভাগে প্রথমতঃ অডিট অফিসারের ত্রুটি এবং দ্বিতীয়তঃ সমিতির কর্তৃপক্ষের ত্রুটি উল্লেখ করতে হয়। এটা আবার দুইভাগে উপস্থাপন করতে হয়- সাধারণ বিষয়াদি ও আর্থিক বিষয়াদি। টেষ্ট অডিট প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক তার বিবেচনায় নিষ্পত্তি করবেন। এজন্য তিনি শুনানী দিতে পারেন। নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত।

টেষ্ট অডিট ও অডিট নোট পর্যালোচনা প্রায় একই রকম হলেও টেষ্ট অডিটের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা উচ্চ পর্যায়ভুক্ত। সম্পাদন প্রক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দুটি প্রতিবেদনই প্রায় একই রকম। অডিট পর্যালোচনা নিবন্ধক তার কার্যালয়ে সম্পাদন করেন ও তার কর্তৃক স্বাক্ষরিত মন্তব্য সম্বলিত প্রতিবেদন সমিতি ও অডিট অফিসারের নিকট সংশোধনের নিমিত্তে প্রেরিত হয়। অনুরূপভাবে টেষ্ট অডিট সম্পাদনকারী কর্মকর্তা টেষ্ট অডিট প্রতিবেদন নিবন্ধকের নিকট (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ) দাখিল করেন। সেই প্রতিবেদনের সুপারিশ ও মন্তব্য অডিট অফিসার ও সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট কার্যকরী ব্যবস্থা বা সংশোধনীর জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হিসাবসমূহ সংশোধনপূর্বক পুনঃঅডিট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তবে এক্ষেত্রে অডিট অফিসার ও সমিতি কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রমাণকসহ যুক্তিসংগত জবাব দাখিল করলে নিবন্ধক সেটা বিবেচনা করেন।

এছাড়াও উল্লেখিত তিনটি ব্যবস্থায় যদি নিষ্পত্তি না হয় কিংবা অডিট অফিসার ও সমিতির কর্তৃপক্ষের মধ্যে লেনদেনের যথার্থ সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তবে সমবায় বিধিমালা/০৪ এর ১০১(২) বিধি মতে নিবন্ধক শুনানী গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করতে পারেন।

এটা কেন করবো?

অডিটের কাজটি সঠিকভাবে হয়েছে কিনা, অডিটের মান রক্ষিত হয়েছে কিনা, হিসাবসমূহ- হিসাব নিরুপনের মান অনুযায়ী প্রস্তুত হয়েছে কিনা, বিধি বিধান- নিয়মনীতির সাথে সম্পর্ক রেখে যথাযথ ভাবে অডিট মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে কিনা প্রভৃতি যাচাই বাছাইপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে অডিটকে শুদ্ধিকরণ করতেই অডিট পর্যালোচনা বা টেষ্ট অডিট। তাছাড়া আমরা অডিট করি কেন? অডিট করি সেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে, প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কার্যাদি ও হিসাবাদিতে কোন অসঙ্গতি আছে কিনা সেটা জানিয়ে দিতে, সাধারণ সদস্যদের স্বার্থ রক্ষা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু সফল এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা জানিয়ে দিতে।

তার মানে অডিটে একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়। এ প্রতিবেদনটি প্রতিষ্ঠানের দর্পণ। সেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সব পাওয়া যাবে। এই প্রতিবেদনটিই প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের চাহিদা মেটায়। তাই অডিটটি হওয়া উচিত পূর্ণাঙ্গ, পরিচ্ছন্ন ও নিয়ম নীতির মানদন্ডে মান উত্তীর্ণ। এখানে অবহেলা, দায়িত্বহীনতা, দায়সাড়া কার্যক্রম কোনভাবেই বাঞ্জনীয় নয়। যদি এটা প্রমাণিত হয় তাহলে অডিট অফিসার হিসেবে জবাবদিহি করতে হবে। এটা প্রমাণ করার মাধ্যম হলো- অডিট নোট পর্যালোচনা অথবা টেষ্ট অডিট সমিতির কর্তৃপক্ষের কোন ত্রুটি থাকলে সেটাও এর মাধ্যমে জানা যায় এবং জবাবদিহি করতে হয়।

অডিট কার্য কিভাবে সমাধা হয়েছে, কি কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে, সমিতিতে গিয়েছি নাকি যাইনি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অডিট অফিসারের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তেমন কিছু জানতে না পারলেও দাখিলকৃত অডিট প্রতিবেদন থেকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পেয়ে যেতে পারেন। অডিট প্রতিবেদন অডিট অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি দলিল বিশেষ। ফলে স্বাক্ষরিত এই দলিলটিতে কোন ভুল থাকবে না মর্মে অডিট অফিসারকে নিশ্চিত করতে হবে। অডিট হলেই সেই অডিটের মান যাচাই করার জন্য অবশ্যই পর্যালোচনা বা টেষ্ট অডিট হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই যেটাই হোক না কেন কর্তৃপক্ষ যেন বলতে পারেন অডিট ভাল হয়েছে। এই অডিটই যেন আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এটা কিভাবে করবো ?

অডিট অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট নোটের আলোকে পূর্ববর্তী বছরের অডিট নোটের সাথে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে যা যা দেখতে হবে তাহলো :

● হিসাবাদির গাণিতিক শুদ্ধতা : যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা, মোট- সর্বমোট ও বিভিন্ন শিরোনামের যোগ-বিয়োগ দেখতে হবে। কোন ভুল ত্রুটি থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

● হিসাবাদির সমর্থনে অডিট প্রতিবেদনে সংযুক্ত সমর্থিত কাগজপত্র / ডিটেইললিষ্ট/নোটসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখা

● হিসাবসমূহ প্রস্তুতকরণে হিসাব বিজ্ঞানের মান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা।

● হিসাবাদি ও ব্যবস্থাপনার উপর যুক্তিসঙ্গত ও নিরপেক্ষ অভিমত জ্ঞাপন করা হয়েছে কিনা।

● নিরীক্ষক তার সার্টিফিকেট বা প্রতিবেদন দিয়েছেন কিনা (সেটিতে নিঃশর্ত বা শর্তাধীন মন্তব্য আছে কিনা)

● অডিট কার্য সম্পাদনে অডিট ম্যানুয়েলের দিক নির্দেশনা অনুসরন করা হয়েছে কিনা। সেখানে সকল তথ্যের সন্নিবেশ আছে কিনা এবং প্রতিবেদনটি সাজানো গোছানো কিনা।

● সমবায় সমিতি আইন/২০০১ এর ৪৫,৪৬ এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা/২০০৪ এর ৯৯,১০০,১০৩, নিবন্ধকের ২৮/১২/২০০৪ তারিখের অফিস আদেশ নং- ১/২০০৩-৫৯১, ২৬/০৪/২০০১ তারিখের সার্কুলার নং-১৮০ এবং সর্বশেষ ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪২ ও ৪৩ নং সার্কুলার অনুসৃত হয়েছে কিনা;

● নিবন্ধকের সার্কুলার নং-৩৪৩ (অডিট), তারিখ-১১/০৮/১০ মূলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে "প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন এমন নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নতুন প্রণীত নিরীক্ষা ম্যানুয়েল অনুযায়ী নিরীক্ষা সম্পাদন করা না হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে" বিষয়টি নিশ্চিত করা ।

● টেষ্ট অডিটের ক্ষেত্রে সমিতিতে গমনপূর্বক হিসাবাদি ও রেকর্ডপত্র যাচাই করবেন। অর্থাৎ অডিট অফিসার যথাযথভাবে অডিট কার্য সমাধা করেছেন কিনা এবং অডিট প্রতিবেদনের মন্তব্য ও হিসাবাদির পক্ষে সমিতির কার্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে সমিতির কর্তৃপক্ষের সাথে

মতবিনিময় করতে হবে। সেখানে অডিট অফিসারও উপস্থিত থাকতে পারেন।

অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা বা টেষ্ট অডিট সম্পাদন করতে গিয়ে উল্লেখিত যে সকল বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করতে হয় এবং পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করা হয় তা যাতে চিহ্নিত হতে না পারে সে ব্যাপারে অডিট অফিসার অডিট সম্পাদন ও প্রতিবেদন রচনার সময় অডিট ম্যানুয়াল অনুসরণ করলে সমস্যা হবার কথা নয়। যদি ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত না হয় তবে অডিট গৃহিত হিসেবে বিবেচনা করে অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বাস্তবচিত্র/ বাস্তবতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

আমরা যারা অডিট কাজের সাথে জড়িত তারা মোটামুটি এটা জানি যে কিভাবে অডিট করতে হয় এবং প্রতিবেদনে কি কি উল্লেখ করতে হয়। আমরা যে ডিসিপ্লিনেরই হই না কেন সমবায় বিভাগে চাকুরীতে যোগদান করার সাথে সাথে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতির অডিট কার্য সমাধা করতে হয়। তবে প্রথম শ্রেণী বা তদুর্ধ কর্মকর্তার অনেককে অডিট কার্য সম্পাদনে জড়িত হতে হয় না। কিন্তু সম্পাদন করিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় অজ্ঞতা অস্পষ্টতা থাকলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হয়ে যায়। এর সাথে প্রশিক্ষণ, হিসাব ও অডিট বিষয়ক বিধি, বিধান, বই পুস্তক, দিক নির্দেশনা পাঠ, পূর্ববর্তী অডিট প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ, অন্য অভিজ্ঞ অডিট অফিসারের সাথে মতবিনিময় প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের কাজটি পরিশীলিত হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে যারা আন্তরিক তারা অবশ্যই প্রশংসিত হয় ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। তার মানে তাদের অডিট মানোত্তীর্ণ হিসেবে পরিচিতি পায়।

কিন্তু বাস্তবে মানসম্পন্ন পরিচয় পাওয়া অডিট প্রতিবেদনের সংখ্যা খুবই কম। অডিট পর্যালোচনা ও টেষ্ট অডিটে যে চিত্র ফুটে উঠে তা মোটেই প্রশান্তি দায়ক নয়। অধিকাংশ অডিট প্রতিবেদনে নানা ধরণের অসঙ্গতি, ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা। অডিট প্রতিবেদনে সংযুক্ত হিসাবাদি, ডিটেইল লিষ্ট ও অডিট মন্তব্যে অডিট অফিসারের অনেক রকম অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা প্রকাশ পায়। অডিট অফিসার যে ভুল গুলো প্রায়শই করে থাকেন, তা হলো :

- অডিট সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী, গাইড লাইন ও ম্যানুয়েল পড়াশুনা বা অনুসরণ করেন না।
- অডিটের মান রক্ষার্থে গৃহিত প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে না লাগানো।
- আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিসাবসমূহের উপর ধারণার অভাব।
- পূর্ববর্তী বছরের হিসাবসমূহের সাথে সঙ্গতি রক্ষা না করা, সমর্থিত রেকর্ডপত্র হিসেবে সংযুক্ত ডিটেইল লিষ্টের সাথে মিলিয়ে না দেখা এবং ভাউচার ও খাতাপত্র পরীক্ষা না করা।
- হিসাবাদির গাণিতিক ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য না করা। আবার একই শিরোনামে খন্ডাংশ করে একাধিকবার হিসাবে প্রদর্শন করা।
- নিরীক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ ও নিরীক্ষা সম্পাদন সূচী প্রণয়ন না করা। নিরীক্ষা নোটিশ সঠিকভাবে ও সময়ে জারী না করা।
- কার্য সম্পাদনে নিরীক্ষা নীতিমালা অনুসরন না করা।
- পূর্ববর্তী অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখিত অডিটরের মন্তব্য বিবেচনায় না নেয়া। তাছাড়া সমিতির উপ-আইন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মুলধন-স্থায়ী সম্পদ, ঋণ কার্যক্রম, কর্ম এলাকা, শাখা অফিস, ব্যাংকিং কারবার, সমিতি সদস্য-অসদস্য, তারল্য, আমানত সংগ্রহ পদ্ধতি, সভা-নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট, গৃহিত সিদ্ধান্তবলী, বিনিয়োগ ব্যবস্থা, সঞ্চিতি তহবিল, অর্থের উৎস্য, সমিতির হিসাব রক্ষণ রেকর্ডপত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিরীক্ষক তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন না। শেয়ার মূলধন, শেয়ার আমানত, সঞ্চয় আমানত ও অন্যান্য আমানত এর মধ্যে বিভাজন না করেই অস্পষ্ট মন্তব্য প্রদান করা হয়।
- সুদ মওকুফ প্রাপ্তি, ভর্তুক ও অনুদান প্রাপ্তি, প্রাপ্য সুদ ও সার্ভিস প্রভৃতি কৌশলে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে ক্রেডিট না করে বা কম দেখিয়ে অন্যদিকে প্রদেয় সুদ ও অন্যান্য খরচ বেশী করে ডেবিট করে লাভের পরিমাণ কম দেখানো হয়। এই অসঙ্গতি নিরীক্ষকের দৃষ্টিতে আসে না।
- বিভিন্ন বিষয়ে অসম্পুর্ণ দায়সাড়া ও গতানুগতিক মন্তব্য প্রদান, অপরিপক্ক নিরীক্ষা সুপারিশ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনিয়ম থাকলেও মন্তব্য না করা। যেমন- নীট লাভ থেকে সৃষ্ট অডিট সেস ও সিডিএফ ধার্য্য এবং লভ্যাংশ বিতরণে অনিয়ম সম্পর্কে মন্তব্য না করা।
- সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত হিসাব বিবরণীর উপর নির্ভরতা ও চুড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এটা নিরীক্ষা করা ও নিরপেক্ষ অভিমত জ্ঞাপনে নিরীক্ষকের দৈন্যতা প্রকাশ পায়। এমনকি হিসাবের সাধারণ সূত্রাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং যোগ-বিয়োগে ও অসংখ্য ভুল পরিলক্ষিত হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে পুর্ববর্তী অডিট প্রতিবেদন প্রায় হুবহু কপি করে দাখিল করা হয়।
- ভ্রমণ বিবরণীতে যত ভ্রমণ দেখা যায় তা অডিট প্রতিবেদনের সাথে মেলালে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। অনেক সময় সমিতিতে না গিয়েই অডিট কার্য সমাধা করা হয়।
- অডিট মন্তব্যের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সমিতির কর্তৃপক্ষের সাথে মত বিনিময় করা হয় না।
- গতানুগতিক ও পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত অডিট ও হিসাব ম্যানুয়েলের সাথে সম্পর্ক রেখে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ সন্তোষজনক নয়।
- দাখিলকৃত কোন কোন হিসাব পুরাতন পদ্ধতিও নয়, আবার ম্যানুয়েল অনুযায়ী আধুনিক পদ্ধতিও নয়। সূত্রানুযায়ী সহজবোধ্য না হয়ে সমিতির কর্তৃপক্ষ ও নিরীক্ষকের ইচ্ছামাফিক হিসাব প্রস্তুত করা হয়। এখানে লাভ-ক্ষতি বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্রের শিরোনামগুলো বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং নিরীক্ষা মন্তব্য শিরোনামভিত্তিক না হয়ে বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট হয়।
- নিরীক্ষক এটা জানেন না যে, অডিট প্রতিবেদনটি বিভিন্ন পক্ষের প্রয়োজনে প্রস্তুত হয়। অডিট প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের দর্পন হলেও অডিট মন্তব্য থেকে কোন পক্ষেরই যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না।
- অডিট প্রতিবেদনটি এলোমেলো ও বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো। পূর্ববর্তী নিরীক্ষা সমীক্ষা ও সমিতির প্রাথমিক বিবরণীতে তেমন কোন তথ্য থাকে না। সমিতির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার কোন দিক নির্দেশনা দেয় হয় না। আর্থিক ও অনার্থিক তথ্যাবলী নম্বর প্রদানের ভিত্তি নেই। হিসাবাদির গড়মিল থাকলেও নিরীক্ষা মন্তব্য ও সুপারিশ দেয়া হয় না।
- সদস্য বা সদস্য সমিতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিরীক্ষা মন্তব্য থাকে না।

আমার বিশ্বাস অডিট অফিসারগণ তাঁর কার্যাদি সম্পাদনে যথেষ্ট যত্নবান হবেন। উল্লেখিত পর্যবেক্ষণমূলক ও বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা ভাল ভাবে চোখ বুলিয়ে নিলে অডিট কার্যক্রমে ভুল ত্রুটি বহুলাংশে কমে যাবে। মনে রাখতে হবে অডিট কৌশল, পদ্ধতি ও প্রকৃতি এক হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ভিন্নতার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। অডিট প্রতিবেদন দাখিল হলেই অডিট পর্যালোচনা অথবা টেষ্ট অডিট অবশ্যম্ভাবী। হোক, এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। নিয়মনীতি অনুসরণ করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গ্রহণযোগ্য একটি অডিট প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। অডিট যেহেতু একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, সেহেতু টেষ্ট অডিট / পর্যালোচনায় প্রাপ্ত ভুল ত্রুটি যাতে আগামী অর্থবৎসরে চিহ্নিত হতে না পারে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ দিক নির্দেশনামূলক একটি পত্রজারী করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। আমরা আশা করবো টেষ্ট অডিট/ পর্যালোচনায় বেড়িয়ে আসুক রাশি রাশি মান সম্পন্ন অডিট প্রতিবেদন। প্রশংসিত হোক সমবায় বিভাগের সার্বিক কার্যধারা।

তথ্য সূত্র :

- "আধুনিক সমবায় হিসাব ও অডিট শিক্ষা"–অজয় কুমার সাহা
- সম্পাদিত টেষ্ট অডিট এবং অডিট নোট পর্যালোচনা
- সমবায় সমিতি আইন/০১ ও বিধিমালা,০৪
- নিবন্ধক কর্তৃক জারীকৃত দিক নির্দেশনা ও সার্কুলারসমূহ।

অজয় কুমার সাহা : যুগ্ম-নিবন্ধক (অবসরপ্রাপ্ত)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

আফজাল স্যারের সমবায় শিক্ষা

হরিদাস ঠাকুর

রন্টু ও ঝন্টু পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। প্রচণ্ড বন্ধুত্ব দুজনের মধ্যে। লেখাপড়ায় তারা মনোযোগী এবং একসাথে নিয়মিত স্কুলে যায়। স্যারেরা তাদের দু'জনকে খুবই ভালোবাসেন। সেদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। সকাল বেলা স্কুলে এসে রন্টু ঝন্টু দেখে তাদের ক্লাশরুমটা বৃষ্টির পানি ও ময়লায় নোংরা হয়ে আছে। টেবিল ও বেঞ্চের ওপর ময়লা পড়ে আছে। স্কুলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী শ্যামলদা তখনও আসেনি। ওরা ক্লাশে বসতে পারছিল না। এর মধ্যে আরো কয়েকজন বন্ধুও চলে এসেছে। পরস্পরের মুখ চেয়ে আছে তারা ক্লাশের অবস্থা দেখে। রন্টুর মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। ঝন্টুসহ অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে বিষযটা শেয়ার করলো সে-তারা যদি সবাই মিলে ক্লাশের নোংরা চেয়ার ও টেবিল পরিস্কার করে, তবে কাজটা সহজ হয়ে যাবে। নিজেরা কাজটা করলে অপরের ওপর নির্ভরও করতে হবে না। রন্টুর কথায় সবাই একমত হলো। অফিস রুম থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ এনে তারা দশ বারোজন অল্প সময়েই তাদের অপরিচ্ছন্ন ক্লাশের চেয়ার ও টেবিল পরিস্কার করে ফেললো।

শ্রেণিশিক্ষক আফজাল স্যার ক্লাশে আসলে রন্টু আজকের সকালের ঘটনাটি খুলে বললো স্যারকে। স্যার তাদের সমবেত কাজের চেতনা দেখে খুব খুশী হলেন। রন্টু-ঝন্টুসহ সকল ছাত্রকে এজন্য ধন্যবাদও দিলেন। বিষয়টিকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বললেন, 'তোমরা আজ যা করেছো সেটি তোমাদের সকলের একটি শক্তির ব্যবহার। তোমরা জান কি সে শক্তিটির নাম কী?' ছাত্ররা আসলে সকালে কোনোকিছু আগুপিছু না ভেবেই কাজ করেছে নিজেদের ক্লাশের খারাপ অবস্থা দেখে। স্যারের কথায় তারা ভাবতে থাকলো বিষযটি কী ও কীভাবে অল্প সময়ে তারা কঠিন একটি কাজ করতে পারলো। আফজাল স্যার তাদের বললেন, 'আজ আমি তোমাদের সকালের সুন্দর কাজের মূল্যায়ন করবো। তোমরা যে চমৎকার কাজটা আজ করেছো তার বিষয়ে তোমাদের চেতনাকে জাগ্রত করবো।'

রন্টু ঝন্টুসহ সকলে স্যারের কথা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো। আফজাল স্যার বললেন, 'তোমরা আজ যে চেতনায় কাজ করেছো, তার নাম সমবায়। সমবায় শক্তির দ্বারা তোমরা অনেক কঠিন কাজকেও সহজ করে করতে পারো। সকালে তোমাদের শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন করার কাজটিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।'

ছাত্ররা আফজাল স্যারের কাছে সমবায় বিষয়ক কথা আরও জানতে চাইলো। আফজাল স্যার ছাত্রদের আগ্রহ দেখে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন-

একটি লতা ছিড়তে পারো তোমরা সকলেই,
কিন্তু যদি দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই,
তখন তারে ছিঁড়ে ফেলা নয়তো সহজ কাজ,
ছিড়তে গেলে পাগলা হাতি হয়তো
পাবে লাজ।

আফজাল স্যার বললেন, 'এই যে দশটা লতা পাকিয়ে এনে শক্তি বাড়ানো'-এই পাকানোটাই হলো সমবায়।

আফজাল স্যার সমবায়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার রেড জঙ্গলের কথা বললেন। তিনি বললেন,'তোমরা হয়তো রেড উড জঙ্গলের কথা শুনেছো। ক্যালিফোর্নিয়ার এই জঙ্গলের আয়তন ৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। প্রাগৈতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন এই জঙ্গলের কিছু গাছ পৃথিবীর দীর্ঘতম আর সুবিশাল তাদের আকৃতি। কিছু গাছ প্রায় ৪২,৫০০ ঘনফুট আয়তনের। আর এই জঙ্গলের গাছেদের গড় বয়স ৭০০ বছর। পৃথিবীর প্রাচীণতম জীবিত গাছগুলিও এই জঙ্গলে দেখা যায় যাদের বয়স প্রায় ২,৫০০ বছর।' আফজাল স্যার বলতে থাকলেন, 'ক্যালিফোর্নিয়া হলো জাপানের পর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সিসমিক অ্যাক্টিভ বা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। আর প্রচুর সামুদ্রিক ঝড়ও হয় এই এলাকায়। তাহলে এতদিন ধরে এতো বেশি বয়সের গাছগুলো কীভাবে বাঁচলো এখানে? আসলে এখানের এই রেড উড গাছগুলি এক অদ্ভুত জিনিস করে। বীজ থেকে বেরুনোমাত্র শিশু রেড উড গাছের শিকড় মাটির ভেতরে যাবার বদলে পাশের দিকে ধাবিত হয়, আর সবচেয়ে কাছের বিরাট রেড উড গাছের শিকড়ের সাথে নিজের শিকড় জড়িয়ে নেয়। আর এভাবেই এক অবিচ্ছিন্ন গাছের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে এই রেড উড জঙ্গলে। হাজার হাজার বছরের ঝড় জল বা ভূমিকম্প কিছুই তাদের ফেলে দিতে পারেনি। তারা একতার বলে বলিয়ান হয়ে টিকে আছে হাজার হাজার বছর।'

ছাত্ররা আফজাল স্যারের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। রেড উড জঙ্গলের গাছেদের একতার কথা বলার পর আফজাল স্যার ছাত্রদের দ্বারা সকালের সৃষ্ট একতার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, 'তোমরা সকালে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করেছো বলেই অল্প সময়েই পুরো ক্লাশ রুমটিকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করতে পেরেছো। এভাবে তোমরা যদি অন্যান্য কাজ করো তবে দেখবে অনেক কঠিন কাজকে কত সহজে করতে পেরেছো।'

ছাত্ররা 'সমবায়' সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলো স্যারের কাছে। স্যার বলতে থাকলেন, 'দশজনের দশকিল-একজনের মুশকিল-গ্রাম্য প্রবাদটি আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। আমরা আরও জেনেছি-দশে মিলে করি কাজ-হারি জিতি নাহি লাজ।' অভিজ্ঞতার আলোকে সমবেত হবার শক্তি ও সম্মিলিত কাজের সহজসাধ্যতা আমরা উপলব্দি করেছি। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি একান্নবর্তী কোন পরিবারে একটিমাত্র চুলোয় রান্না হয়। ঐ পরিবারে পাঁচটি ছেলে থাকলে তারা যদি পৃথক হয়ে যায় তবে পাঁচটি চুলোর সৃষ্টি হয়। রান্না বান্নার আয়োজনে পাঁচটি উদ্যোগ লাগে পাঁচটি ঘরে। জ্বালানী, চাল, ডাল, মাছ, তরকারী থেকে শুরু করে রান্নার যাবতীয় সবকিছুতে পাঁচটি ভাগ। পরিশ্রম, সময়, খরচ সবই বেড়ে যায়। অথচ যখন একটি মাত্র চুলোয় রান্না হতো-তখন সবকিছুই কম খরচে-কম আয়াসে-কম ঝামেলায় সম্মিলিতভাবে করা যেত। এটাই সমবায়ের চেতনা ও দ্যোতনা।'

আফজাল স্যার বললেন, 'তোমরা দেখবে প্রতিটি ধর্মই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বলে। সমবায় চেতনার কথা আমরা আমাদের ধর্মীয়

আদর্শ থেকেও পেতে পারি। প্রত্যেকটি ধর্মই আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখিয়েছে-আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যেতে বলেছে। বলেছে সবাইকে মিলে মিশে থাকতে। ইসলামের সমবায় চেতনায় বলা হয়েছে 'লা ইসলামা ইল্লাবিল জমায়েত-ইসলামে সমবেত শক্তির কোনো বিকল্প নেই। ধর্মীয় আলোকে সমবায় চেতনায় আমরা দেখি একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ পড়লে সওয়াব বেশি, সমবেত উপাসনায় পূণ্য বেশী-সম্মিলিত প্রার্থনায় সৃষ্টিকর্তার আশিষ বরষন আরো বেশী হয়।

সমবায়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে আফজাল স্যার বললেন, 'প্রকৃতিতে পিপীলিকা, মৌমাছি, পরিযায়ী পাখীর দল/অতিথি পাখীর ঝাঁক, উই পোঁকার ঢিবি তো আমাদের সামনে সমবায়ের জ্বলন্ত উদাহরণ। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংগঠন জাতিসংঘ ও সার্ক সমবায়ের বৃহত্তর রূপ। বাড়ী, পাড়া, গ্রাম/মহল্লা, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা/থানা, জেলা, বিভাগ, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ তো সমবায়ের ভৌগলিক উদাহরণ। ফিফা, আইসিসি, সাফ ইত্যাদি খেলাধুলার ক্ষেত্রে সম্মিলিত কর্মোযজ্ঞের উদাহরণ। আবার জরুরী ও জটিল চিকিৎসায় মেডিকেল বোর্ড, নদী পারাপারে বাঁশের সাঁকো, খরস্রোতা নদীতে স্থাপিত ব্রীজ, বনের বৃক্ষরাজির ঝড় মোকাবেলা সমবায়ের অতিপরিচিত সার্থক উদাহরণ। মানব দেহ, সমুদ্রের বালুকাবেলা, ট্রেন, মানুষের মস্তিস্ক, মানব দেহের রক্ত ইত্যাদিও বিশাল সংখ্যার সমাবেশ নিয়ে সমবায়ের কথাই প্রকাশ করে।'

ঝন্টু প্রশ্ন করলো, 'স্যার দেশের সবাই যদি একসাথে কাজ করতে এগিয়ে আসে, তবে আমাদের দেশের উন্নতি কি তরান্বিত হবে না?' আফজাল স্যার খুশি হলেন ঝন্টুর প্রশ্নে। বললেন, 'সমবায় আমাদের কঠিন কাজকে সহজভাবে করতে সহায়তা করে। যে কাজটি একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সেটি কয়েকজন মিলে করলে কাজটি সহজ হয়ে যায়। আমাদের দেশে ১৯৭১ সালে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেটি আসলে ছিল দেশের সকল মানুষের অংশগ্রহণে দেশকে স্বাধীন করার একটি যুদ্ধ। দেশের সকল জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বলেই সেসময় আমরা শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলাম।

সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে সব ধরনের শক্তি বাড়ে। সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি টাকা, শ্রম, বুদ্ধি ইত্যাদি এক হলে অনেক বড় শক্তির সৃষ্টি হয়। তোমরা যারা এখন ছাত্র আছো,

'আমরা এখন আর দরিদ্র দেশের নাগরিক নই। আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হবার অভিযাত্রায় রয়েছি। এই অভিযাত্রায় সফল হতে হলে তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সমবেত চেতনায় দেশকে ভালোবেসে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আজকের সকালে তোমাদের একতাবদ্ধ কাজটি কিন্তু সমবায় শক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের উন্নয়নের দিকে যাবার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথাই তুলে ধরছে। তোমরা সফল হবেই।'

তারা যদি স্কুলেই সবাই এক হও, পড়াশোনার পাশাপাশি সবাই মিলে তোমাদের স্কুলকে সুন্দর ও পরিস্কার রাখতে চাও তাহলে দেখবে তোমাদের স্কুলের চেহারাই পাল্টে যাবে। তোমরা যদি ক্লাশের সব ছাত্ররা প্রতিমাসে অল্প টাকা চাঁদা দাও প্রতিজনে, তবে দেখবে ক্লাশের সব ছাত্রের এই মাসিক চাঁদা ছয় মাস/একবছর পরে অনেক বড় একটি পরিমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই টাকা দিয়ে তোমরা তোমাদের স্কুলের বা স্কুলের আশেপাশের জন্য চমৎকার কাজ করতে পারবে। মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই 'স্কুল-কোঅপারেটিভ' বা 'বিদ্যালয় সমবায়' এর মাধ্যমে বাল্যকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা, সমবেতভাবে কাজ করা, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, নেতৃত্ব গঠন ইত্যাদি গুণাবলীর চর্চা করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও আমরা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সমবায়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।'

ক্লাশ শেষের ঘন্টা বেজে উঠলো। আফজাল স্যার বললেন, 'তোমরা আজ নিজেরা নিজেদের ক্লাশের পরিচ্ছন্নতার কাজটি করে একতার পরিচয় দিয়েছো। তোমাদের এই একতাবদ্ধ শক্তি আমাকে আশাবাদী করছে। তোমরা হয়তো জানো না যে, আমাদের জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের কথা বলতেন। তিনি দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ার কথা বলতেন। তিনি সমবায় সম্পর্কে বলেছেন-"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' জাতির পিতার এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সংবিধানেও সমবায়কে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।'

আফজাল স্যার বললেন, 'আমরা এখন আর দরিদ্র দেশের নাগরিক নই। আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হবার অভিযাত্রায় রয়েছি। এই অভিযাত্রায় সফল হতে হলে তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সমবেত চেতনায় দেশকে ভালোবেসে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আজকের সকালে তোমাদের একতাবদ্ধ কাজটি কিন্তু সমবায় শক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের উন্নয়নের দিকে যাবার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথাই তুলে ধরছে। তোমরা সফল হবেই।'

আফজাল স্যার তাঁর ছাত্রদের চোখে মুখে সমবায় চেতনার স্ফুরণ দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন তিনি 'তোমরা সমবায় বলতে কী বুঝলে আজ?'

রন্টু ঝন্টুসহ ছাত্ররা সমবেতভাবে উচ্চারণ করলো- 'দশজনের দশ কিল, একজনের মুশকিল। দশে মিলি করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ।'

হরিদাস ঠাকুর : অধ্যক্ষ (উপ-নিবন্ধক)
আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী।

দুর্দশা ঘোচাবার টেকসই পদ্ধতি সমবায়

মোঃ জিয়াউল হক

দারিদ্র্য ও দুর্দশার জন্য মানুষের অনৈক্য এবং সহমর্মিতার অভাব অনেকাংশেই দায়ী, আর এই দুর্দশা ঘোচাবার টেকসই পদ্ধতি হলো সমবায়। দেশ-জাতি-পরিবেশের জন্য যে উন্নয়নই আমরা কামনা করি তা হতে হবে টেকসই বা কার্যকরি। টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি ছাড়া উন্নয়ন স্থায়ী হয়না। টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হলে দেশজ সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনাকে যেমন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে পাশাপাশি জনসংখ্যাকে রূপান্তরিত করতে হবে জনসম্পদে।

জাতিসংঘের ঘোষিত SDG বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে তন্মধ্যে দারিদ্র্য নির্মূল, ক্ষুধা মুক্তি, পুষ্টি ও টেকসই কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন অন্যতম। এসকল বিষয়ে অর্জনের ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টা অধিক কার্যকর। সমবায় সমিতি যেহেতু সদস্যের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে তাই SDG অর্জনে সমবায় সমিতিগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হলে সমিতিগুলোও টেকসই হতে হবে। আমাদের দেশে নিবন্ধন পাওয়া সমিতিগুলোর অধিকাংশ স্বল্প মেয়াদে কার্যকর থাকলেও দীর্ঘ মেয়াদে খুব বেশী প্রাণচঞ্চল থাকেনা। আবার কিছু সমিতির সদস্যদের সমবায় জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সমিতির কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। তাই একটি সমিতিকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন সদস্যদের সমবায় সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান যা একজন ব্যক্তিকে সমবায়ী হিসেবে গড়ে তুলে। বাংলাদেশের সমবায়ের ইতিহাস যার সাথে মিশে আছে সেই ড. আখতার হামিদ খান বলেছিলেন, "যেহেতু আমাদের পুঁজি নাই সেহেতু আমাদের সংঘঠিত হতে হবে। প্রশিক্ষণ আর পুঁজি গঠন করলে একদিন বাংলার চাষীরা উন্নতি করতে পারবে"।

তাই সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নিমিত্তে ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' (বার্ড)। তাঁর কর্মযজ্ঞের ব্যাপকতা ও কর্মপ্রচেষ্টার ফল সমবায় পদ্ধতির নতুন মডেল অর্থাৎ দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম সংস্করণ। তার প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি, থানা সেচ কর্মসূচি, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন আজও প্রাসঙ্গিক। ড. আখতার হামিদ খান যে Village Agriculture and Industrial Development (V-AID) চালু করেন এর শুরু থেকেই পল্লী উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও সংগঠনের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কর্মসূচিগুলিকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে বিভিন্ন

কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির অন্যতম কাজ ছিল-

- থানার সকল ইউনিয়নে সমবায় শিক্ষার প্রচার করা;
- শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা এবং সম্পর্কযুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স তৈরি করা;
- সমবায় সমিতির পরিচালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের সাহায্য করা যাতে সমিতির উন্নয়ন হয়।
- সমবায় সংগঠনের পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- কৃষি সম্প্রসারণ কাজ এবং সমবায়ের প্রতি যুব নেতাদের উদ্বুদ্ধ করা;
- ঘুর্নায়মান লাইব্রেরী চালনা করা;
- কৃষি সম্প্রসারণ এবং সমবায়ের উপর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা;

সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর ড. আখতার হামিদ খান কত বেশি গুরুত্বারোপ করেছিলেন উপরিউক্ত কার্যক্রমই তা প্রমাণ করে। মূলতঃ সমবায় জ্ঞানের মাধ্যমে একজন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য, সহমর্মিতা, সমঝোতাবোধ এবং অর্থনৈতিকভাবে একসাথে উন্নত হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে।

European Journal of Business and Management, Vol.6, No.31, 2014 এ প্রকাশিত "An over view on Co-operative societies in Bangladesh" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকরা বাংলাদেশের সমবায় সমিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সুপারিশমালা উল্লেখ করেন তন্মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়ে বলা হয়েছে "Proper education and training for development of management and business skill can strengthen the members to maintain the sector in a sustainable way".

বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন একটি বহুল আলোচিত শব্দ। উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে খুব সহজেই সকল কাজে সম্পৃক্ত করা যায়। আশির দশকে এদেশে জনগণ সমবায়ভিত্তিতে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করে কৃষিতে বিপ্লব এনেছিল কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় সমবায় জ্ঞানের স্বল্পতা এবং অধিক পরিমাণে ঋণ নির্ভরতার কারণে কৃষিভিত্তিক এই সমিতিগুলোর অধিকাংশই এখন অকার্যকর। তাই সমবায় সমিতিগুলোকে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে সমবায় প্রশিক্ষণের উপর যথেষ্ট জোড় দিতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীসহ আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনগুলো সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে বটে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। সমিতি নিবন্ধিত হওয়ার পর ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আবশ্যিকভাবেই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। জেলা সমবায় অফিস সমূহেও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে যারা সমিতিতে স্থানীয়ভাবে একদিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে, কিন্তু এখানেও সমবায় সংক্রান্ত বিষয়াবলীর তুলনায় অন্যান্য ট্রেডভিত্তিক বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। কৃষি, হাঁস-মুরগী পালনসহ ট্রেডভিত্তিক বিষয়াবলী সমবায়ী সদস্যদের শেখানো প্রয়োজন, কিন্তু তা একদিনের প্রশিক্ষণে সব একবারে গিলিয়ে দেয়া নয় বরং একদিনের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ হওয়া উচিৎ শুধুই সমবায় বিষয়ক। অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে অথবা সমবায় শিক্ষায়তনসমূহে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।

মোট কথা সমবায় যেহেতু স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠে সামষ্টিক উন্নয়নের আদর্শ শেখায়, মন ও মস্তিস্কের ইতিবাচক পরিবর্তনের দাবী রাখে তাই এ কথাই সত্যি যে, ব্যক্তি সদস্যকে সমবায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

মোঃ জিয়াউল হক
অধ্যক্ষ (উপ-নিবন্ধক) আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া।

বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন একটি বহুল আলোচিত শব্দ। উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে খুব সহজেই সকল কাজে সম্পৃক্ত করা যায়। আশির দশকে এদেশে জনগণ সমবায়ভিত্তিতে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করে কৃষিতে বিপ্লব এনেছিল কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় সমবায় জ্ঞানের স্বল্পতা ও অধিক পরিমাণে ঋণ নির্ভরতার কারণে কৃষিভিত্তিক এই সমিতিগুলোর অধিকাংশই এখন অকার্যকর। তাই সমবায় সমিতিগুলোকে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে সমবায় প্রশিক্ষণের উপর যথেষ্ট জোড় দিতে হবে

সমবায় পতাকা

এম এম মোর্শেদ

পতাকা একটি রাষ্ট্র, সংস্থা বা সংগঠনের নিজস্ব প্রতীক। পতাকার মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্র, সংস্থা বা সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের রয়েছে একটি জাতীয় পতাকা। রাষ্ট্র ছাড়াও আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দেশীয় সংস্থা বা সংগঠনেরও রয়েছে নিজস্ব পতাকা। উদাহারণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সার্ক, রেডক্রস ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (আইসিএ) এরও রয়েছে নিজস্ব পতাকা যা সমবায় পতাকা নামে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত।

সমবায় পতাকার রূপকার হলেন ফরাসী বিখ্যাত দার্শনিক ও সমবায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক চার্লস ফুরিয়ের গাইড। অধ্যাপক গাইড সমবায় নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন। সমবায় নিয়ে বই লিখেছেন। তিনি তাঁর বইয়ে সমবায় পতাকার সুপারিশ করেছেন। তার সুপারিশকৃত সমবায় পতাকাটি ছিল সাত রং এর ডোরা কাটা। বেগুনি, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। ১৮৯৬ খ্রী: অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসে অধ্যাপক চার্লস গাইডের সুপারিশকৃত পতাকাটি সমবায় পতাকার জন্য প্রস্তাব করা হয়। ১৯২০ খ্রী: অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসের মাধ্যমে সেই পতাকাটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯২৪ খ্রী: অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম পতাকাটি উত্তোলন করা হয়। ১৯২৫ খ্রী: থেকে প্রতি বছর জুলাই মাসের প্রথম শনিবার আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উৎযাপন অনুষ্ঠানে সমবায় পতাকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। সমবায় নির্দিষ্ট রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম-বর্ণ, রাজনৈতিক দলের নয়। বরং সমবায় হল সকলের জন্য। আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে ৭টি মহাদেশ। এশিয়া, ইউরোপ, দক্ষিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এন্টারর্টিকা। ৭টি মহাদেশের কথা চিন্তা করেই হয়ত অধ্যাপক চার্লস গাইড সমবায় পতাকায় সাতটি রং ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ৭টি রংয়ের রয়েছে ৭টি পৃথক ভাবার্থ যা কিনা সমবায়ের ৭টি মূল নীতির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। যা হোক, ১৯৭০-১৯৮০ খ্রী: সাতরঙ্গা পতাকা আরো কয়েকটি সংস্থা ব্যবহার শুরু করে। ফলে সমবায় পতাকার সাথে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ১৯৭৮ খ্রী: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) রংধনু পতাকা ব্যবহার করার ফলে সমবায় পতাকার মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হতে থাকে। তাই আইসিএ ১৯৯৫ খ্রী: সমবায় পতাকার ডিজাইন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০১ খ্রী: দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল এ অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসে নতুন পতাকাটি উদ্বোধন করা হয়।

নতুন পতাকার ডিজাইনটি সাদা পটভূমির উপর ছয় রংয়ের (নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল) লগো যা রংধনুর একচতুর্থাংশ প্রকাশ করে। রংধনুর পাশে দশটি শান্তির পায়রা আকাশের দিকে উড়ছে। রংধনুর নীচে রয়েছে বেগুনী রংয়ের ৩টি ইংরেজী শব্দ আইসিএ। এই পতাকাটির চারটি ভাষ্য ছিল। ১. আইসিএ-ইংরেজী, ২. এসিএ-স্পেনিশ, ইটালীয় ও ফরাসী, ৩. আইজিবি-জার্মানী ও ৪. এমকেএ-রুশ।

জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১২ খ্রীঃকে "আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ" হিসেবে ঘোষণার ফলে সমবায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সমবায় পতাকার পরিবর্তন সাধন করা হয়।

নতুন এই পতাকাটি পাম (Plum) যা দেখতে অনেকটা গাঢ় বেগুনী রংয়ের মত রং এর পটভূমিতে সাদা রংয়ের COOP লেখা। পাম রংটি মূলত আইসিএ এর জন্য

নির্ধারিত। পাম (পেন্টন নং-২৮৮) ছাড়া ও আরো ৬টি রংকে আইসিএ অনুমোদন করেছে। রং গুলো- লাল (পেন্টন নং- ১৮৫), কমলা (পেন্টন নং- ১৫১), নীল (পেন্টন নং-২৭২৬), ফিরোজা (পেন্টন নং- ৬৩২), সবুজ (পেন্টন নং- ৩৪০) ও হালকা সবুজ (পেন্টন নং- ৩৭৬)। এই ৬টি রং থেকে যেকোন একটি রংয়ের পতাকা যেকোন দেশের সমবায় ব্যবহার করতে পারবে। তবে প্রতিটি রংয়ের পতাকার মাঝখানে খচিত COOP লেখাটি সাদা হতে হবে। লেখার ডিজাইনটি একই রকম হতে হবে। মূলত সাদা খচিত COOP লেখাটিই সমবায়ের নতুন লগো। COOP লগো পতাকার ডিজাইনটি ব্যবহার করার পূর্বে global@idenditity.coop থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

সমবায়ের নতুন এই লগো ও পতাকার ডিজাইন তৈরী করেছে বৃটিশ কো-অপারেটিভ Calverts। ২০১৩ খ্রীঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ-টাউনে অনুষ্ঠিত আইসিএ কংগ্রেসে নতুন COOP লগো ও পতাকাটি উদ্বোধন করা হয়। বাস্তবিকই নতুন এই সমবায় পতাকা ও লগোটি সমবায়ের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। কেননা, COOP লগোটি পৃথিবীর ৮৬টি দেশের এক হাজারের ও বেশি সমবায়ের মতামতের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়েছে। COOP মানে সমবায় (Co-operative) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যা বহুকাল থেকেই সাড়া বিশ্বে সমবায়ীদের কাছে অতি জনপ্রিয় একটি নাম। এই COOP লগোটির মাধ্যমে সাধারন মানুষ সমবায়কে সহজেই অনুধাবন করতে পারবে। তাছাড়া রংয়ের ব্যবহারটিও চমৎকার। এখানে মাত্র দুটো রং ব্যবহার করা হয়েছে। পতাকার পটভূমির রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও রয়েছে কিছুটা স্বাধীনতা। লাল, কমলা, নীল, সবুজ ও হালকা সবুজ হতে যে কোন একটি রং নির্বাচন করা যেতে পারে। প্রতিটি রংয়ের রয়েছে নিজস্ব ব্যাখ্যা। তাছাড়া COOP লগোটি সাদা। সাদা মানে সাত রংয়ের সমাহার যা সমবায়ের সাতটি মূলনীতির দিক নির্দেশক। আবার, সাদা শান্তিরও প্রতীক, যা বিশ্ব সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য। নতুন এই COOP লগো/পতাকা সম্বন্ধে তৎকালীন আইসিএ সভাপতি "Dame Pauline Green বলেন, "This new brand or identifier that we produced is something that we believe there is a real trust for around the world and has been for some time. When we had the UN logo everybody around the world used it."

এখানে উল্লেখ্য যে, কোষ্টারিকান কো-অপারেটিভ ২০১৫ খ্রীঃ নতুন এই সমবায় পতাকার জন্য আইসিএ অনুমোদিত নীল রংটি বেছে নিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত বাংলাদেশে আমরা আইসিএ অনুমোদিত সবুজ (পেন্টন নং- ৩৪০) রং কে আমাদের সমবায় পতাকা হিসেবে বেছে নিতে পারি। কেননা সবুজ রংটি আমাদের জাতীয় পতাকার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে সবুজ মানে প্রকৃতি, সজীবতা, তারণ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার প্রতীক। সবুজ আর সাদার সংমিশ্রণে আমাদের নতুন এই সমবায় পতাকাটি হতে পারে আমাদের সমবায়ের সাফল্যের নতুন এক দিক নির্দেশক। নতুন পতাকার সাথে সাথে আমাদের সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের ও কাধে কাধে মিলিয়ে নতুন উদ্দ্যোম ও উদ্দিপনা নিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত এস.ডি.জি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র :

১. ছোটদের-বড়দের সমবায়, আসাদুল্লাহ্।
২. Email communication with Antonina Guarrella, Asst. to the D.G of ICA, HQ Brussels, Belgium, dated 17.12.2018
৩. Email communication with Sarah Howard, Wild Thang Limited, UK, dated 03.01.2019
৪. Email communication with Sion Whellens, Calverts, UK, dated 08.01.2019
৫. The Global Co-operative Marque - A guide for users, version 3.0 Aug, 2016.

এম এম মোর্শেদ : সিনিয়র ম্যানেজার কমপ্লায়েন্স, ইন্টারটেক বাংলাদেশ, সাবেক কিউইডি কো-অর্ডিনেটর, ইন্টারকুপ (INTER COOP), বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান

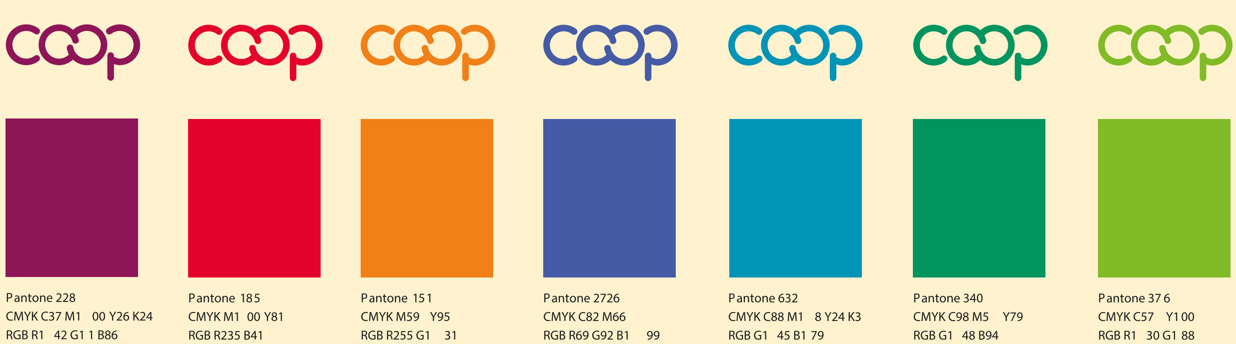

বাবলি তালাং খুবলে শিবুন

মোঃ জিল্লুর রহমান

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দেখার জন্য ঢাকা থেকে কুলাউড়া রওনা হলাম। মৌলভীবাজারে ঢোকার সীমান্তে শ্রীমঙ্গলে চায়ের দেশের চা কন্যার কাছে যখন পৌঁছালাম তখন সকালের সূর্যটা অনেক উপরে উঠলেও হালকা শীতের আমেজে চায়ের দেশে সূর্যের উত্তাপ বেশ উপভোগ্যই ছিল। মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরিতে চায়ের দেশের চা কন্যা নৈসর্গিকতার এক অপূর্ব সৌন্দর্যে বিমূর্ত হয়ে উঠেছিল। চা কন্যার সাথে কিছুটা সময় কাটানোর পর আকাবাঁকা পাহাড়ি পথে এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রায় সবুজ চায়ের দেশের নৈসর্গিকতায় মুগ্ধ হতে হতে অবশেষে দুপুরের পর কুলাউড়া পৌঁছালাম।

আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে মুরইছড়া পাহাড়ী টিলায় যেন আনন্দ উচ্ছ্বাস নেমেছে। সে উচ্ছ্বাসে সেদিন পাহাড়ের আকাশে মেঘ নামেনি। একদল পাহাড়ী ছেলের সাথে যখন টিলার উপর উঠলাম তখন ভূমি থেকে ৪০০ ফুট উপরে। আগ্রহ আনন্দে একসাথে একমতে যে পাহাড় ডিঙানোও কষ্টকর নয়- তা সেদিন বুঝলাম। টিলার উপরে ওঠার পরপরই মতবিনিময় সভার শুরুতে আমাদেরকে পাহাড়ের লতা পাতা আর ফুল দিয়ে স্বাগত জানাল একদল পাহাড়ী কিশোর। তারপর এক মনোজ্ঞ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর সব আয়োজনের উদ্যোক্তা ছিল বাবলী তালাং, টিলার মন্ত্রী, নৃ-তাত্ত্বিকদের নেত্রী। গল্পটা বাবলি তালাং আর তার পাহাড়ী জনপদের সংগ্রামী মানুষদের নিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের নৃ-তাত্ত্বিক কম্পোনেন্টটি সমবায় অধিদপ্তর

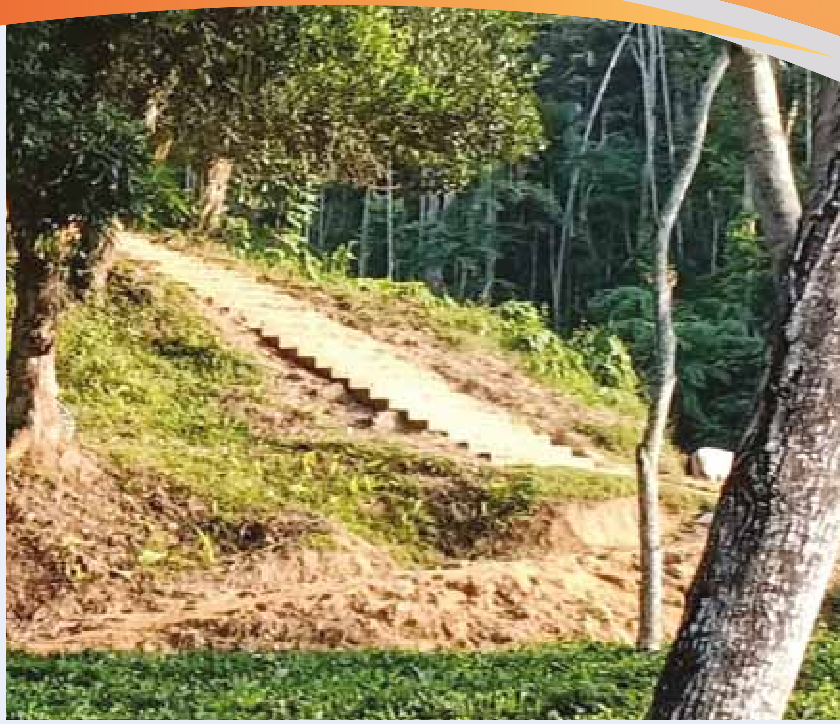

কিভাবে বাস্তবায়ন করবে, নৃ-তাত্ত্বিক জীবন ধারায় প্রকল্পের কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে প্রভৃতি বিষয়ে মতবিনিময় সভার শুরুতে আলোচনা হয়।

পাহাড়ের উপর বাবলি তালাং এর বাড়ি। এ যেন সব পাহাড়ীর ঠিকানা। ২ ঘন্টারও বেশি সময় মতবিনিময় হল। এ প্রকল্পটি শুধু নৃ-তাত্ত্বিক জনগণের জন্য - এ বার্তাতেই পাহাড়ে নেমেছে উচ্ছ্বাস। প্রকল্পের কলেবর খুব বড় নয়, কিন্তু তাৎপর্য আর নৃ-তাত্ত্বিক জীবনে তার উচ্ছ্বাস অনেক বেশি। এ উচ্ছ্বাসের কাছে সেদিন পাহাড়ের মেঘ লুকিয়েছিল পাহাড়ের ওপারে।

পাহাড়ী খাসিয়া- তারা অনেক উচুঁতে থাকে। কিন্তু তাদের জীবনধারা উচুঁতে উঠেনি। জীবনধারা উচুঁতে না উঠলেও জীবন সংস্কৃতি অনেক উচুঁ। প্রতারণা, মিথ্যা আর ভন্ডামির কুটিল সংস্কৃতি থেকে তারা মুক্ত।

বাবলি তালাং ক্ষীণকায় তবে ধ্যানধারণায় অনেক আধুনিক। সে বলেছিল এসডিজি এর একটি উদ্দেশ্য কাউকে পিছনে ফেলে রাখা চলবে না। তার মুখে এ কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। সে আরও বলেছিল সমতল আর পাহাড়ের পরিকল্পনা এক হতে পারেনা। তার কথাশুনে বুঝেছিলাম তার উন্নয়ন ভাবনা ও সার্বিক জীবন চেতনা পাহাড়ের মত উচু আর স্থির। আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা মনে করে তাদেরকে শুনিয়েছিলাম এ গল্পটি।

শহরের এক পন্ডিত নীতিনির্ধারক গ্রামে গেছেন। গ্রামে একটি পাটখড়ির বেড়ার ঘরে একটি গাভী দেখতে পেলেন। গাভীটি বেড়ার ফাঁক দিয়ে লেজটা বাহির করে দিয়েছে। পন্ডিত চিন্তায় পড়ে গেলেন। বেড়ার ছোট ফাঁক দিয়ে গাভীটি ভিতরে গেল কিভাবে? আসলে গাভীটি আগে থেকেই ভিতরে ছিল। গাভীটি ভিতর থেকে যে লেজটি বাহির করে দিয়েছে-পন্ডিত সেটি বুঝেননি।

শহরের মগডালে থাকলেই সব বোঝা যায় না। মুলত, সাধারণ মানুষরাই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। ইংরেজিতে বলা হয় “Common men are the great philosopher”. আমাদের

নীতিনির্ধারকরা এটি ভাবলে ভাল।

গল্প শুনে সভাতে হাসির সূচনা সভাকে উপভোগ্য করে তোলে।

সভাশেষে বাবলি তালাং এর বাড়িতেই দুপুরের খাবারের আয়োজন। একসাথে দুপুরের খাওয়া শেষে মেঘ পাহাড়ের একসাথে সৃষ্ট নৈসর্গিকতার মত বাঙালী- পাহাড়ীর অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়েছিল। খাওয়া শেষে তারা পাহাড়ের পান পরিবেশন করল। জানাল এ পান বেশ ঝাঝালো; খেলে মাথা ঘুরতে পারে। মনে মনে ভাবলাম এ জনপদের বিচিত্র আচরণে প্রায়শ যেখানে মাথা ঘুরছে, সেখানে একবার পান খেয়ে মাথা ঘুরলে এ জীবনের কতইবা আর ক্ষতি হবে। যত সাহস নিয়ে পান খেলাম পতনটি হল ঠিক উল্টো ভিরুর মত। সাথে সাথে মাথা ঘোরা শুরু হল।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ফেরার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। এখন ফিরতে হবে। ফেরার পূর্বে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে তাকালাম। নিচের জনমানুষগুলোকে ক্ষুদ্র মনে হল। মনে পড়ল সবচেয়ে উচু থেকে পৃথিবীতে লাফিয়ে পড়া অস্ট্রেলিয়ান স্কাইডাইভার বাম গাটস্ এর কথা, “মানুষ যে কত ছোট তা বোঝা যায় অনেক উচুতে উঠলে”। জীবনেও উচুতে উঠলেই বোঝা যায় আমরা কত ছোট!

পাহাড় থেকে যখন নিচে নামছিলাম তখন আর ওঠার মত কষ্ট হল না। আসলে প্রকৃতির শিক্ষা এই যে, জীবনে উচুতে ওঠা কঠিন, নিচে নামা সহজ। যাহোক চলে আসার সময় বাবলি তালাং এগিয়ে এসেছিল পাহাড়ের কিনার পর্যন্ত। বাবলি তালাংকে হাত নাড়িয়ে যখন বিদায় জানালাম বিকেলের সূর্য তখন বিষন্ন বেদনায় অনেক নিচে নেমেছে। বাবলি তালাং হাত নাড়িয়ে জানাল আবার দেখা হবে। সে আর তার পিছনে থাকা খাসিয়াদেরকে তাদের ভাষায় বললাম খুবলে শিবুন (অসংখ্য ধন্যবাদ)। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের মত বাবলি তালাংদেরকে মুরইছড়া টিলায় রেখে যখন ফিরলাম, তখন দিগন্তের রং বদলেছে, বদলেছে মনেরও রং। এখন শুধু প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবনে বিষন্নতার রং বদলে উচ্ছ্বাস এনে দেয়ার অপেক্ষা।

মোঃ জিল্লুর রহমান : উপ-প্রকল্প পরিচালক
সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর
জীবন যাত্রার উন্নয়ন কম্পোনেন্ট

বাঘাইছড়িতে সমবায়ের আগর বাগান পাহাড়ে সম্ভাবনাময় সাফল্য

জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা

আগর একটি অতি মূল্যবান বনজ সম্পদ। তা সত্ত্বেও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অর্ন্তগত বাঘাইছড়ি উপজেলার অধিকাংশ কৃষক বা বাগান চাষী উক্ত গাছ সম্পর্কে খুব একটা পরিচিত ছিল না, অথচ বাংলাদেশে আগর বাগান সৃষ্টির সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের মধ্যে বাঘাইছড়ি উপজেলা অন্যতম। কারণ এখানে রয়েছে বিস্তীর্ণ পাহাড়। এলাকায় রয়েছে অনেক অনাবাদী পাহাড়ী জমি। কাজেই অত্র উপজেলায় বেশ কয়েক বৎসর আগে থেকে যদি আগর বাগান সৃজন করা হতো তাহলে অত্র উপজেলায় অধিকাংশ কৃষক অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতো ।

আগর বাগান সৃষ্টির ঐতিহাসিক পটভূমিঃ বাঘাইছড়ি উপজেলার অন্তর্গত শিজক নদীর তীরে ঐতিহাসিক বনভূমি ছিল। উক্ত বনভূমির কিছু জায়গায় আগর গাছ ছিল। সেই গাছ থেকে ১৯৮১ খ্রি. অত্র উপজেলায় বাঘাইছড়ি ইউনয়নের মধ্য বাঘাইছড়ির বাসিন্দা বাবু শশাংক চাকমা (রনল) কিছু আগর চারা নিয়ে আসেন। ১৫ থেকে ১৬ বৎসর পর ১৯৯৬ সালে কাচালং আর্য্যপুর ধর্ম্মোজ্জ্বল বন বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ভৃগু মহাস্থবির নিজ বিহার এলাকায় সেই গাছ থেকে চারা উৎপাদন করে স্থানীয় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আনুমানিক ২০০০(দুই হাজার) টি আগর চারা রোপন করেন। এছাড়া তিনি এলাকার অন্য মানুষদেরকেও আগর চারা রোপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে অধিকাংশ কৃষক কর্ণপাত করেননি। কিছু সংখ্যক কৃষক / বাগান চাষী নিজ বাড়ীর ভিটায় ১০/২০ টি করে আগর চারা রোপন করেন। ২০০৯ সালে কাচালং আর্য্যপুর ধর্ম্মোজ্জ্বল বন বিহার কর্তৃপক্ষ প্রতিটি আগর গাছ ১৯ হাজার টাকা দরে ৩০০টি গাছ ৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করে। বিহার কর্তৃপক্ষের অধিক মূল্যে আগর গাছ বিক্রি করে লাভবান হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আগর চারা লাগানোর বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষেরা হাজার হাজার আগর গাছ লাগাতে থাকেন। সেই ২০১০ সাল থেকে অদ্যবধি সর্বসাকুল্যে আনুমানিক ২ কোটি আগর গাছের চারা বাঘাইছড়িতে রোপন করা হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ গাছের বয়স ৫ থেকে ১২ বৎসর। বাঘাইছড়ি উপজেলায় ব্যাপক আকারে আগর বাগান সৃষ্টির কারণে আগর চাষীদের নায্যমূল্য নিশ্চিত এবং অত্র এলাকার বাগান চাষীদের ব্যাপক আকারে আগর বাগান সৃজন করা উদ্বুদ্ধকরণসহ বেশ কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত ০৬/১২/২০১৬ খ্রি. বাঘাইছড়ি উপজেলার সচেতন আগর চাষীদের নিয়ে “বাঘাইছড়ি” আগার বাগান মালিক ও উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ” গঠন করা হয় এবং সরকারিভাবে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। যার রেজিঃ নং-রাঙ্গা-১১২, তারিখ : ৬/১২/২০১৬।

এ সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১০৯ জন। এ সমিতিতে ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি সকলেই পাহাড়ী উপজাতীয় পরিবারের সদস্য।

বাঘাইছড়ি আগর বাগান মালিক ও উৎপাদনকারী সমবায় সামতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- আগর প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য কারখানা স্থাপন করা।
- নূতন নূতন আগর বাগান সৃজন করা।
- সমিতির নামে জায়গা ক্রয় করে অফিস স্থাপন করা।
- কারখানার জন্য জায়গা ক্রয় করা।
- সমিতির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গরীব আগর চাষীদের জন্য ঋণ/ অনুদানের ব্যবস্থা করা।
- উন্নত ও দ্রুত বর্ধনশীল জাতের আগর বীজ সংগ্রহ ও নার্সারী স্থাপন করা।
- আগর চাষীদের তাদের উৎপাদিত

পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

● আগরের কাচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশে আয়তনে বৃহত্তম উপজেলা হলো বাঘাইছড়ি। এখানে অনাবাদী অনেক খালি জায়গা/ জমি ছিল যেখানে আগর বাগান সৃজন করা হয়েছে। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে উপজেলা সদর বিশেষতঃ বাঘাইছড়ি, মধ্যম বাঘাইছড়ি, তালুকদার পাড়া, জীবতলী, তুলাবান, বঙ্গলতলী, রূপকারী, বড়াদম, করেঙ্গাতলী, বাঘাইহাট, দোসর, শিজক, সারোয়াতলী, খেদারমারা, নলবনিয়া, উলুছড়ি, উগলছড়ি, লাল্যা ঘোনা, নিউ লাল্যা ঘোনা, মোরঘোনা ছড়া, বটতলা প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপক হারে কয়েকশত একর জায়গায় আগর চারা রোপন করা হয়।

সমিতির সকল সদস্য উপজাতীয়/ পাহাড়ী চাকমা সম্প্রদায়ভূক্ত। আগর চাষীদের বেশির ভাগ সদস্যের পেশা হলো কৃষিকাজ। আবার অনেক সদস্য আছেন তারা পেশায় চাকুরীজীবী বা এনজিও কর্মী। আগর বাগান সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য নিজস্ব জমি অথবা বর্গা/ চুক্তিভিত্তিক জমির মাধ্যমে বাগান সৃজন করে।ফলে এ জমি সমিতির সদস্যের নিজস্ব বা বর্গা নেয়া মালিকের। পাহাড়ী উর্বর বেলে দোআঁশ মাটি আগর গাছের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মাটির উর্বরা শক্তি যত বেশী তত দ্রুত গাছের বৃদ্ধি হয়। বাঘাইছড়ি উপজেলার মাটি আগর চারা রোপনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ এ উপজেলার মাটি পাহাড়ীয়া উর্বর দোআঁশ বেলে মাটি। চারা রোপনের তিন/ চার মাসের মধ্যে দ্রুত বড় হতে থাকে। মাটির উর্বরা শক্তি যত বেশী তত দ্রুত গাছের বৃদ্ধি হয়।

আগর বীজ/ চারা বর্তমানে স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। চারা রোপনের চার/ পাঁচ বছর পর গাছ থেকে বীজ উৎপন্ন হয়। পরে এসব বীজ সংগ্রহ করে নার্সারীর মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা হয়। বয়স্ক মা আগর থেকে বীজ সংগ্রহ করে নার্সারীর মাধ্যমে আগর চারা উৎপাদন করতে হয়। সাধারনতঃ বর্ষা শুরুর আগে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাস থেকে আষাঢ় শ্রাবণ মাস পর্যন্ত আগর চারা রোপনের উপযুক্ত সময়। একটি চারা গাছ কমপক্ষে ১ বৎসর বয়স হলে রোপনের উপযোগী হয়।

আগর চারার যত্ন/ পরিচর্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ আগর চারা একদম গরম সহ্য করতে পারে না। এজন্য শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত পানি না দিলে গাছের চারা খুব সহজেই মরে যায়। চারা গাছের গোড়ায় যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আগাছা জন্মালে চারা বড় হতে সময় লাগে।

বাঘাইছড়িতে প্রথমদিকে রোপণকৃত আগর গাছের মালিক সমিতি ছিল না। এর মালিক হলো একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আর্য্যপুর ধর্মোজ্জ্বল বনবিহার, উগলছড়ি, বাঘাইছড়ি)। এটি সমিতির অন্তর্ভূক্ত নয়। সমতল এলাকার বাঙ্গালী ব্যবসায়ী (সিলেটী) তারা লোক মারফতে সেখানকার আগর বাগান সম্পর্কে জানতে পারে। পরে সরেজমিনে গিয়ে উক্ত বনবিহারের ৩০০টি আগর গাছ (প্রতিটির মূল্য ১৯,০০০ টাকা) ক্রয় করে। এটিই বাঘাইছড়ি উপজেলায় সর্বপ্রথম আগর গাছ বিক্রয়ের ইতিহাস। মূলতঃ এখান থেকে বাঘাইছড়ির জনগণ আগর বাগান করার কাজে উদ্বুদ্ধ হন।

একটি আগর গাছ ১৫-২০ বৎসর বয়স হলে বিক্রির উপযোগী হয় অর্থাৎ যখন গাছে আগরের জন্ম হয়। কারণ আগর জন্ম না হলে গাছ বিক্রি হয় না। আর বিক্রি হলেও এর মূল্য কম। অনেকে কৃত্রিমভাবে উক্ত গাছে আগর জন্মিয়ে থাকে (গাছে ঘন পেরেক মেরে)। আগর জন্ম হলে একটি গাছ বিক্রয় উপযোগী হয়।

আগর গাছ কর্তনের পর প্রসেসিং এর মাধ্যমে আগরের রস বের করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মূলতঃ আগর একটি সুগন্ধি দ্রব্য। এটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

আগর গাছ একটি অতি মূল্যবান বৃক্ষ। আগর গাছে যখন আগর জন্মায় তখন তা কেটে ছোট ছোট টুকরা করে মন্ড তৈরি করা হয়। পরে ফ্যাক্টরীতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আগরের রস বের করে বোতলজাত করে বিদেশে রপ্তানি হয়।

মূলতঃ আগরের চাহিদা বেশি মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে। আগরের অপরিশোধিত দ্রব্য এসব দেশে রপ্তানি করা হয়। আমাদের দেশে আগর বাতি ধর্মীয় উপসনালয়সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করেও বাজারজাত করা হয়।

বাঘাইছড়ি উপজেলার এ সমিতির বেশির ভাগ সদস্যের আর্থিক অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নয়। গ্রামের অধিকাংশ লোকজন গরীব। তারা অনেকে দিন এনে দিন খায় । যদি তারা আগরের ন্যায্যমূল্য পায় তাহলে আগর চাষের মাধ্যমে তাদের এ দৈন্যদশা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ভাগ্যের উন্নতি করা সম্ভব। এ সমিতির সদস্যরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, যে সমবায়ের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কোন ফ্যাক্টরী বা কারখানা স্থাপন করে তারা নিজেরা বিদেশে আগর রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু তাদের মূলধন বা পুঁজির বড়ই অভাব। তারা যদি সরকারের কোন সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা পায় তাহলে তাদের এ লালিত স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে বলে তাদের আশা।

পরিশেষে বলা যায়, অত্র উপজেলার আগর বাগান চাষীদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হলে এই উদ্যোগ বাঘাইছড়ি উপজেলাসহ সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা : অধ্যাপক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

বোরারঘাট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

যৌথ উদ্যোগে সাফল্যের দৃষ্টান্ত

মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন

'কৃষিই কৃষ্টি', 'কৃষি উন্নয়নের চাবিকাঠি' 'সভ্যতার ভিত্তি কৃষি' এ শ্লোগানগুলো চালু থাকলেও কৃষি প্রধান এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মাঝে অকৃষি কাজে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কৃষি নির্ভর গ্রাম ছেড়ে কর্মক্ষম মানুষের শহরমুখী/ বিদেশমুখী প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। স্থানীয় ন্যূনতম কিছু উদ্যোগ আর প্রচেষ্টা যে এই প্রবণতা ঘুরিয়ে দিতে পারে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার বোরাঘাট নদী/খাল তীরবর্তী ১১টি গ্রাম। এ গ্রামগুলোর কর্মক্ষম জনশক্তির প্রায় পুরোটাই যেখানে এক সময় গ্রাম ছেড়ে শহর/কর্মঘন এলাকামুখী ছিল সেখানে বর্তমানে সকল এলাকাবাসী গ্রামে ফিরে এসে গ্রামকে কর্মব্যস্ত ও আলোকিত করে তুলেছে। সামান্য একটি বাঁধ (রাবার ড্যাম) এলাকার এ অসামান্য উন্নতিতে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। গ্রামগুলোতে কৃষি, মৎস্য ও পশুপালনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমূখীখাতে এক প্রকার বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

১. এলজিইডি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্প

এলজিইডি ময়মনসিংহ কর্তৃক '২য় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প' এর আওতায় বোরাঘাট নদী (খাল) এর উপর ২০০৪-২০০৫ সালে প্রকল্প কাজ শুরু হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এলাকার সুবিধাভোগী দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে 'বোরারঘাট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ' গঠিত ও নিবন্ধিত হয়। প্রকল্পটি ২০০৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিল এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের সহযোগিতায় একটি ৩০x৩.৫ মিটার রাবার ড্যাম, নদীর দুই পাশে ৫.০২ কিলোমিটার বাঁধ ও ০.১০ কিলোমিটার খাল পূনঃখনন এবং ২,৯০,৮৯,৬৬২ টাকা ব্যয়ে সমিতির অফিস নির্মাণ করা হয়। পাবসস সদস্যদের আগ্রহ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প সমাপ্তির পরও উন্নয়ন অব্যাহত থাকে এবং প্রতি বছরই কিছু না কিছু কাজ করা হচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদিত প্রকল্পের সংস্কার কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২০১৩-২০১৪ সালে ১৮০০ মিটার ও ২০১৭-২০১৮ সালে ৮২৫ মিটার পাকা নালা তৈরী, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৭-২০১৮ সালে বেড়িবাঁধ সংস্কার, ২০১৫-২০১৬ সালে রাবার ড্যামের পিছনে বক পূনঃস্থাপন এবং ২০১২-২০১৩ সালে অফিস রং করা ও বক পূনঃস্থাপন। পরবর্তীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও পাবসসভূক্ত এলাকার উন্নয়নে শরীক

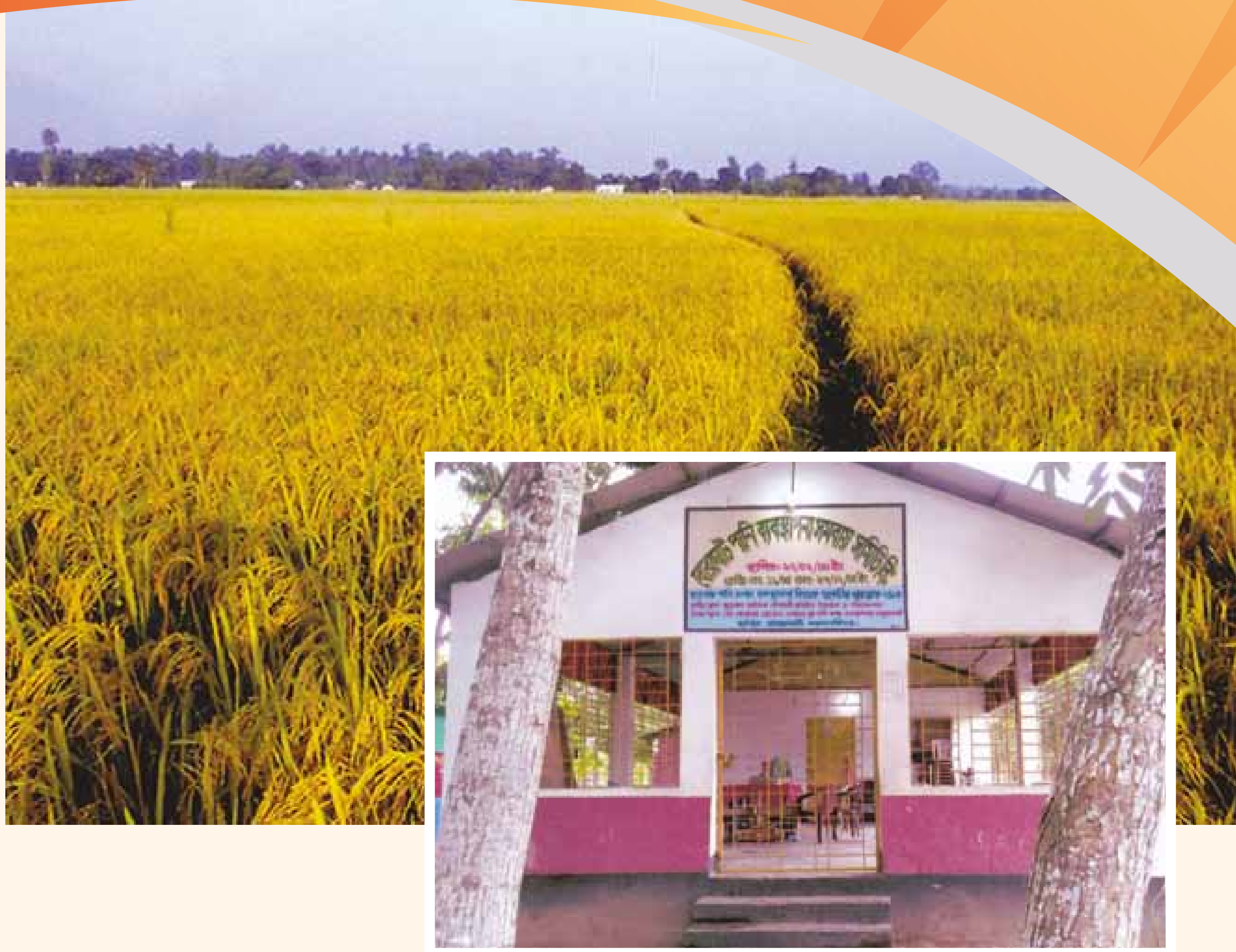

হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ২০০৯-২০১০ সাল থেকে পাকা নালা তৈরী, বেড়িবাঁধ ও রাস্তাঘাট সংস্কার, বিভিন্ন জাতের গাছ রোপন, অফিস ফার্নিচার ক্রয় এবং অফিসে সোলার সিস্টেম স্থাপন করে দিয়েছে।

২. সমবায়ের কার্যক্রম

নিবন্ধন নং-১১/০৫, তারিখ : ২৭.০২.২০০৫ খ্রিঃ মূলে জেলা সমবায় অফিসার, ময়মনসিংহ কর্তৃক 'বোরারঘাট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ' নিবন্ধিত হয়। সমিতি নিবন্ধন লাভের পর নিয়মিত অডিট সম্পাদন, তদারকি, পরিচর্যা এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা। বর্তমানে এর মোট আদায়কৃত শেয়ারমূলধনের পরিমাণ ৪,০৭,৭৬০ টাকা ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১২,১৬,৫৭৫ টাকা। মোট সদস্য সংখ্যা ৭৩৩ জন।

সমিতির অফিস ঘরটি নিজস্ব অর্থে ক্রয়কৃত ১০ শতক জমির একাংশে স্থাপিত। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় একজন কর্মচারি নিয়োজিত রয়েছে; যার বর্তমান মাসিক বেতন ৭,০০০ টাকা।

৩. প্রকল্প ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায়ের আর্থ-সামাজিক অভিঘাত

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাঁধ নির্মাণ ও পাওয়ার পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম এলাকার ৭২৫ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় আসায় উক্ত জমিতে সারা বছর ফল, সবজি ও ফসল উৎপাদন হচ্ছে এবং প্রকল্পভূক্ত প্রায় ২০০০ পরিবারের লোকজনের কর্মতৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে পানির স্তর উঁচু হওয়ায় এলাকায় ব্যাপকভাবে মাছ চাষ হচ্ছে। একই সাথে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায় অন্যান্য খাতেও কর্মসংস্থান ঘটেছে, হাঁস-মুরগী ও পশুপালনও ব্যাপক হারে বেড়েছে। একসময় এলাকার শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি ঢাকাসহ বিভিন্ন শহর এলাকায় এবং অদক্ষ জনশক্তি হাওড় এলাকায় কাজের জন্য যেত। বর্তমানে কাজের জন্য এলাকা ছেড়ে যাওয়া প্রায় সব লোক ফিরে এসে এলাকায় কাজ করেছে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং উক্ত পুঁজি থেকে সদস্যদের চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের চাহিদা মিটিয়ে উক্ত পাবসস একটি টেকসই ও উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বোরারঘাট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ সমবায়ভিত্তিক যৌথ প্রচেষ্টায় উন্নয়নের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সারাদেশের সমবায়গুলোতে এ সমিতির অনুসরণে কার্যক্রম পরিচালনা করলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এবং দেশ উঠে যাবে উন্নয়নের মহাসড়কে।

মুহাম্মদ আবদুল্লা আল মামুন : উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

শীর্ষ ৫ উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বাংলাদেশ : বিশ্ব ব্যাংক

বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি আর্থিক সংস্কার আনতে পারলে বছর শেষে বাংলাদেশের ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক।

সংস্থাটি বলেছে, শিল্পখাতের উন্নয়ন ছাড়াই বিশ্বের দ্রুতগতির উন্নয়নশীল পাঁচ দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে বাকি চারটি দেশ হলো ধারাবাহিকভাবে ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা, ভুটান এবং ভারত। জিবুতি, আইভরি কোস্ট ও ঘানার সঙ্গে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।

গত ৪ এপ্রিল ২০১৯ এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন এ তথ্য দেন। সংস্থাটির ঢাকা কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সময় তিনি বলেন, আমরা একটা টেকসই প্রবৃদ্ধির কথা বলছি। যেটা হবে ৭ শতাংশের বেশি। এটা ধরে রাখতে দেশকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হবে। একদিকে ডলারের অবমূল্যায়ন, অন্যদিকে বেক্সিট ইস্যু, চীনের অর্থনীতি, চীন-আমেরিকা সম্পর্ক ইত্যাদি। তবে আমাদের যদি ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে যেতে হয়, তাহলে এখানে ভালো বিনিয়োগ থাকতে হবে। ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। মানবসম্পদকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি আর্থিকখাতে সংস্কার আনতে হবে।

তবে বিশ্ব ব্যাংক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বললেও সরকার দাবি করছে, দেশে বছর শেষে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) আর বিশ্ব ব্যাংকের মত একই।

সূত্র : জনকণ্ঠ

“মানসম্পন্ন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন” প্রশিক্ষণ

বিগত ৪ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর উদ্যোগে আগারগাঁওস্থ সমবায় ভবনে “মানসম্পন্ন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন” শীর্ষক একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের ৩৫টি উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতির ৩৫ জন সদস্য এবং সমবায় অধিদপ্তরের ১৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বি এস টি আই, এবং কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ঢাকা।

অনুষ্ঠানে ‘Food hygiene and food Sanitation’ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের প্রফেসর ড. এম. আক্তারুজ্জামান, ‘খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্য স্বাস্থ্য বিধান’ বিষয়ে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপসচিব জনাব সমীর কুমার বিশ্বাস, ‘Hygienic condition of food industry and BSTI cm license’ বিষয়ে বি এস টি আই, ঢাকা‘র উপপরিচালক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, সমবায় পণ্য বাজারজাত করণ ও ই-কমার্স বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক জনাব মোঃ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব অঞ্জন কুমার সরকার, যুগ্ম নিবন্ধক (ইপিপি)।

"আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে "আদর্শ সমবায় সমিতির মানদন্ড নির্ধারণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়সমূহ, জেলা সমবায় কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষসহ ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সববায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

এ কর্মশালার উদ্দেশ্য হল

- কর্মশালার মাধ্যমে সমবায়ের বৈশ্বিক অবস্থা, অন্য দেশের সমবায়ের ধারা, অবস্থান, অর্জন ইত্যাদি আলোচনা পূর্বক আমাদের দেশের সমবায়ের সাথে তার তুলনা করতঃ আদর্শ সমবায় সমিতি গঠনের মানদন্ড চিহ্নিত করা।
- অতঃপর মানদন্ড পযালোচনা করে আদর্শ সমবায় হবার জন্য নিয়ামক নির্ধারণ করা।
- একটি সমবায়কে আদর্শ সমবায়ে রূপান্তরে মাঠ পর্যায়ের সমবায় অফিসারসহ এর সাথে সর্ম্পকিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা।
- এতদ উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয় সর্ম্পকে পর্যালোচনাও এ কর্মশালার উদ্দেশ্য।

সমবায়ের মূল চেতনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আদর্শ সমবায় সমিতি। হতদরিদ্র থেকে শুরু করে যে কোন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সমবায় শুধু কাযকর মাধ্যমই নয় বরং উপযুক্ত হাতিয়ার। নানা সমস্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আমাদের উচিত সাধারণ মানুষকে সচেতন করে সমবায় আন্দোলন জোড়দার করা। কারণ শুধু সমবায়ই পারে সকলকে নিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। সামগ্রিক উন্নয়নই হল সমাজের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন।

ইনোভেশনের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিগত ৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমবায় অধিদপ্তর এবং এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'ইনোভেশনের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মজিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপপরিচালক (কোর্স এ্যাক্রিডেশন) জনাব এস এম শাহজাহান 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা, মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেশন বিষয়ে, বি-সেপ প্রকল্প, আইএলও এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোঃ নুরুজ্জামান 'উদ্যোক্তা তৈরি গ্রীন জবস' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধকগণ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর উপনিবন্ধকগণ, আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং ঢাকা জেলা সমবায় অফিসার, ও সহকারী নিবন্ধকসহ ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

'উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের' কার্যক্রমের অর্ধ বার্ষিকী মূল্যায়ন কর্মশালা

গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের 'উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় 'প্রকল্পের কার্যক্রম অর্ধ বার্ষিকী মূল্যায়ন" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মজিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার অতিরিক্ত সচিব আবুল হাসনাত মোঃ জিয়াউল হক। কর্মশালায় প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক, জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাসহ মোট ৮২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স) বক্তৃতা করেন।

সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম শুভ জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত

১৭ মার্চ ২০১৯। স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম শুভ জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে সমবায় অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, বি.সি.এস (সমবায়) এসোসিয়েশন ও সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ এবং দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে কেক কেটে কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং উপস্থিত শিশু-কিশোরদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারির অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে সকালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন ।

জারিফের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ ও ক্যাডেট কলেজে ভর্তি

মোহাম্মদ সাইয়্যেদুল ইসলাম জারিফ, পিতা মোহাম্মদ দুলাল মিঞা, মাতা লুৎফুন্নাহার, ২০১৯ সালের ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে টেলেন্ট টাচ্ গ্রামার স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে নাসিরাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় চট্টগ্রামে অধ্যয়নরত ছিল। সে, মোহাম্মদ দুলাল মিঞা অধ্যক্ষ-আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মৌলভীবাজার এর একমাত্র পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

অনিকেশ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে

অনিকেশ নন্দী, রায়পুর স্টেশন মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় , রায়পুর, লক্ষীপুর হতে পিএসসি পরীক্ষা-২০১৮ এ অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়ে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে। অনিকেশ নন্দীর পিতা অমল চন্দ্র নন্দী জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা এর পরিদর্শক পদে এবং মাতা-শিউলী পাল পূর্ব চরপাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রায়পুর, লক্ষীপুরের সহকারী শিক্ষকা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। অনিকেশ সকলের নিকট আর্শিবাদ প্রার্থী।

রওনক ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে

মোঃ রওনক হাসান, ধামরাই টিউটোরিয়াল হোম হতে পিএসসি পরীক্ষা-২০১৮ এ অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়ে ২০১৯ সালে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে। রওনক ধামরাই হার্ডিঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত আছে। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হতে ইচ্ছুক। রওনক এর পিতা মোঃ নাজমুল হাসান, জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা-এর প্রশিক্ষক পদে কর্মরত রয়েছেন এবং মাতা মোছাঃ ইসরাত জাহান সুমী একজন গৃহিনী। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

তাহসীনা ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে

তাহসীনা ইসলাম রাফা টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার বাইমহাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৮ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে মো. আমিনা পারভিন, উপজেলা সমবায় অফিসার, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল এর জেষ্ঠ্য কন্যা। পরীক্ষা চলাকালীন সময় রাফার বাবা জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান। রাফা সকলের দোয়া প্রার্থী।

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন

মোঃ শামীর মোস্তাজিদ (রুম্মান) বাংলাদেশ সরকারের বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের বৃত্তি নিয়ে Medical Sciences Cancer বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা (PhD) গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিগত ২০/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে University of Oxford England গেছেন। রুম্মান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার বিষয়ে অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট এবং মার্ষ্টাসে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেন্ড হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি SSC ও HSC পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ এবং পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে মেধা বৃত্তি পেয়েছেন।

ছাত্র জীবনে পড়াশুনার পাশাপাশি সহ শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে “নটড্রাম ডিবেটিং ক্লাবের” সহ-সভাপতি এবং অনলাইনভিত্তিক “টেন মিনিট স্কুল” প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। Oxford যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত স্কুলের Chief Operating Officer এর দায়িত্ব পালন করেছেন। ছাত্র ছাত্রীদের যুগ উপযোগী পড়াশুনায় সহযোগীতার জন্য শিক্ষা মূলক চারশত ভিডিও তৈরি করেন যা YouTube চ্যানেলে পাওয়া যাবে। এছাড়াও তার ওয়েবসাইট www.Shmir montazid.com দেখা যায়।

কৃতি শিক্ষার্থী মোঃ শামীর মোস্তাজিদ (রুম্মান) সমবায় বিভাগের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিষ্টার আলহাজ্ব মরহুম আব্দুল হামিদ এর নাতি এবং মরহুম আব্দুল হাই মোল্লা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ও শাহীনা আক্তার ডলি, গবেষণা কর্মকর্তা, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর ছোট ছেলে। ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য রুম্মান সকলের দোয়া প্রার্থী।

SAMABAYA PATRIKA ● March 2019 ● Price Tk 10.00 ● Regd No. DA-41

দেশবাসী ও প্রবাসী বাঙালিসহ সবাইকে বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আসুন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি গড়ে তুলি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ'।

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে সারাদেশে সমবায় বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, সমবায় পত্রিকার পাঠক, সমবায়ী ও শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে

নববর্ষের শুভেচ্ছা

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B, Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam